ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
এখনই ফিরে এসো!

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ। জন্ম ১৯৮৬ইং সনের ২১ সেপ্টেম্বর। প্রাচীন বাংলার রজধানী সোনারগাঁও এর লক্ষ্মীবরদী গ্রামে।

লেখা-পড়ার হাতেখড়ি স্থানীয় মাদরাসা ভিটিপাড়া ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া মাদরাসা'য় । প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে চলে আসেন ঢাকায়। বাবা সোহরাব উদ্দীনের ব্যবসাস্থল খিলগাঁও হওয়ার সুবাদে ভর্তি হন জামিয়া ইসলামিয়া মাখজানুল উলূম খিলগাঁও'-এ । সেখান থেকেই দারওরায়ে হাদীস শেষ করেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর সাভারের 'দারুত তাখাসসুস আল-মান্নানিয়া আল-ইসলামিয়া' থেকে ইসলামী আইন শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

'মাগফিরাতের বিস্ময়কর ঘটনাবলী' অনুবাদকের প্রথম অনুবাদ। 'নারীর বেহেশতী সাজ' প্রথম প্রকাশনা। রচনা সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদসহ তার বেশ কয়েকটি বই এখন বাজারে।

বর্তমানে তিনি 'জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪-এ খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

এখনই ফিরে এসো

মূল
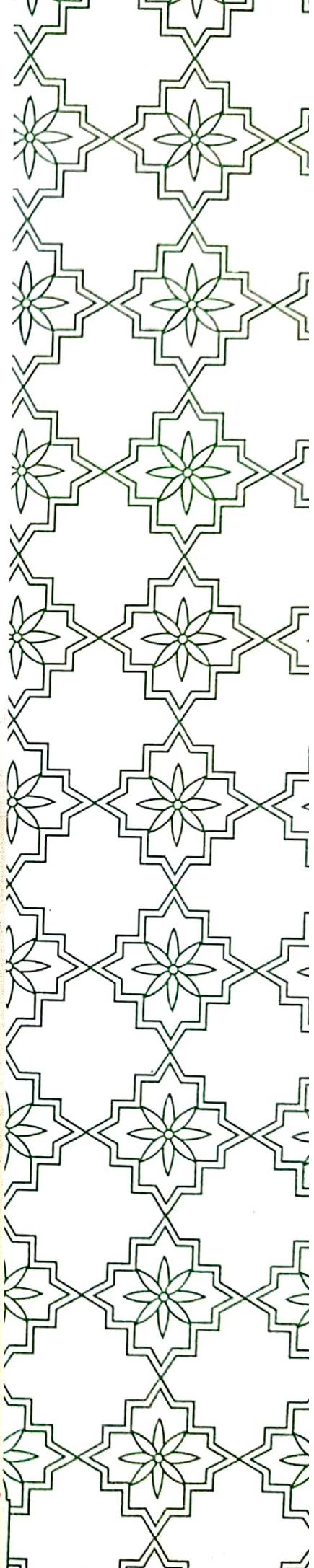
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম
দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

এখনই ফিরে এসো

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশনা
৫৫ [পঞ্চান্ন]

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
উদ্ভাস প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

সদা হাস্যোজ্জ্বল, প্রয়াত বন্ধুবর
মাওলানা নোমান رحمه الله
এর রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উঁচু মাকাম কামনায়...
মানুষের চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই জানি,
তবু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কখনও ভাবিনি!

–মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

সূচি

প্রকাশনা প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী একজন কথাশিল্পী। সেই কথা লেখ্য হোক, অথবা কথ্য– কোথাও জুড়ি নেই তাঁর। পূরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর আবেদন। প্রথমত আরবীতে। তারপর ইংরেজীতে, উর্দুতে, ফারসীতে, মালয়তে, বাংলাতে...।

বাংলায় আমরা এ পর্যন্ত তাঁর যতগুলো গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ডজন ছুই ছুই করছে। এখন হাতে তুলে দিচ্ছি তাঁর একটি নতুন গ্রন্থ। মূল আরবী নাম 'রিহলাতুন ইলাস সামা'। বাংলায় নাম দিলাম, 'এখনই ফিরে এসো'।

ড. আরিফী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। আবার জুমার খতীব। দীনের দাওয়াত ও দীনী বিষয়ে বক্তৃতা তাঁর মৌলিক পেশা। বিশ্বের আনাচে–কানাচে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা বিষয়ভিত্তিক। তাঁর বক্তৃতার অডিও, ভিডিও এবং ওয়ার্ড–পিডিএফ ইন্টারনেটে একসাথে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয় সেগুলো।

গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের আস্থাভাজন আলেমে দীন, লেখক, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী মামুনুর রশীদ। আর এর অঙ্গসজ্জার যাবতীয় কাজ করেছেন হুদহুদ প্রকাশনের পরিচালক, তরুণ আলেমে দীন মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন। দু'জনকেই আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের অনেক বিষয় শিখতে এই বইটি সাহায্য করবে। এজন্য আমরা বলব, বইটি আপনি পড়ুন। বার বার পড়ুন। আরেক জনকে পড়তে দিন। আপনার দেওয়া একটি ধর্মীয় বই যদি কারও জীবনে সামান্য পরিবর্তন এনে দেয়, তা হলে আপনি অনেক সওয়াবের অধিকারী হবেন। যার বিনিময় হবে জান্নাত।

আল্লাহ আমাদের মেহনত কবুল করুন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মহাপরিচালক

হুদহুদ প্রকাশন

বাংলাবাজার, ঢাকা

০২/০৮/২০১৮

এক মিলিয়নিয়রের ঘটনা

আমার এক বন্ধু ছিলেন। খুবই নেককার মানুষ। মাঝে-মধ্যে শরয়ী ঝাড়ফুঁকও করতেন। তিনি আমাকে তার একটি ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন- একদিন আমার ফোনে একটি কল এল। রিসিভ করে অপর প্রান্ত থেকে বড় এক ব্যবসায়ীর ছেলের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি বলছেন- শায়খ! আমার বাবা অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। তাকে দেখার জন্য আমরা আপনার আগমন কামনা করছি। দয়া করে যদি আপনি একটু আসতেন! তাকে কিছু শরয়ী ঝাড়ফুঁক করে যেতেন!

বন্ধু বলেন, আমি তার অনুরোধে তাদের বাড়ি গেলাম। বাড়ি তো নয় যেন রাজকীয় প্রাসাদ। বাড়ির দরজা-জানালা-দেয়ালসহ প্রতিটি বস্তু থেকেই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের ছটা ঝরে পড়ছিল। আমি সেখানে পৌঁছলে তারা সকল ভাই মিলে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। তাদের প্রত্যেকের চেহারাতেই ছিল স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার ছাপ সুস্পষ্ট।

যা হোক, কুশল বিনিময়ের পর আমি তাদের পিতার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের একজন আমাকে জানাল- শায়খ! আমাদের পিতা লিভারের রোগে আক্রান্ত; তার লিভার বড় হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে পরীক্ষায় জানা গেছে সঙ্গে ব্লাড ক্যান্সারও যুক্ত হয়েছে। এ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর ডাক্তার স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন।

ছেলেদের সঙ্গে এ জাতীয় আরও কিছু কথাবার্তা বলার পর আমরা তাদের পিতার কামরার দিকে অগ্রসর হলাম। কামরায় প্রবেশের ঠিক

আগ মুহূর্তে তাদের একজন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, শায়খ! মাফ করবেন। আমরা আপনাকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। আমাদের পিতা এখনও তার প্রকৃত রোগ সম্পর্কে অবগত নন। আমরা তাকে তার রোগের কথা জানাইনি। তিনি আমাদের কাছে তার রোগ ও পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বলেছিলাম, তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। যা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ, প্রকৃত রোগের কথা জানালে তার স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে যাবে; তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বেড়ে যাবে।

এরপর আমরা তাদের পিতার কামরায় প্রবেশ করলাম। সুন্দর মনোরম ও সুপ্রশস্ত একটি কক্ষ। মাঝখানে একটি খাট পাতা আছে। তাতে একজন ব্যক্তি শুয়ে আছেন। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ভদ্রলোক অসুস্থ হলেও দেহ মজবুত ও সুদৃঢ়। আমি এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মুসাফাহা করে মাথার কাছে বসলাম। সন্তানরাও তাকে ঘিরে বসল। ভদ্রলোক তাদের দিকে তাকিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে যেতে বললেন। সকলেই সেখান থেকে বের হয়ে গেল এবং দরজা লাগিয়ে দিল। কামরায় এখন একমাত্র আমি আর তিনি।

ভদ্রলোক মাথা কাত করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। এরপর ছোট্ট বালকের ন্যায় কাঁদতে শুরু করলেন। তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি আমার দিকে তাকালেন। তার গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা। তিনি জোর আওয়াজে আক্ষেপ করে বলে উঠলেন- আহ্ শায়খ!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে আপনার?!

তিনি বললেন, শায়খ! এই যে দুনিয়া; বিগত ত্রিশ বছর যাবত আমি এ দুনিয়া উপার্জন করে আসছি। এমনকি দুনিয়ার মোহ আমাকে সালাত থেকে গাফেল করে দিয়েছে; কুরআন তেলাওয়াত, যিকিরের মজলিস ইত্যাদি যাবতীয় পুণ্যের কাজ থেকে আমাকে বিমুখ করে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, যখন কেউ আমাকে উপদেশ দিয়ে বলত- হে অমুক! এবার আখেরাতের প্রতি একটু মনোযোগ দাও; জামাতের সাথে সালাত

আদায়ের গুরুত্ব দাও; নফল সালাত-সওম ও ইবাদত কর; সন্তানাদির উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা কর; কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত কর, তখন আমি বলতাম- ষাট বছর পর্যন্ত ধন-সম্পদ উপার্জন করব। যখন আমার বয়স ষাট হয়ে যাবে, তখন সমস্ত ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে পুরোপুরি ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করব। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অন্যদের বুঝিয়ে দিয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে অবসর হয়ে যাব। বাকি জীবন যা উপার্জন করেছি তা আল্লাহ ﷻ-র পথে ব্যয় করে যাব আর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে পার করে দিব। কিন্তু এখন আমার অবস্থা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। বিভিন্ন রোগ এসে আমাকে ঝাপটে ধরেছে। অসুখ-বিসুখ শরীরে বাসা বেঁধেছে। যা দিন দিন কেবল বেড়েই চলছে। এ বলে তিনি আরও জোরে কাঁদতে লাগলেন।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনি কাঁদবেন না। আপনার তো মন খারাপ করারও কিছু নেই। বরং আপনি কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। অচিরেই আল্লাহ ﷻ আপনাকে শেফা দান করবেন। তখন আপনি যেভাবে চাইতেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবেন। এমনকি -আল্লাহ না করুন- যদি আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য মৃত্যুর ফায়সালাও করে থাকেন, যদি আপনি মারাও যান, তারপরও আপনার কোনো চিন্তা নেই; আপনার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনার উপকারে আসবে। সন্তানরা আপনাকে ভুলে যাবে না। তারা আপনার জন্য সাদকায়ে জারিয়াস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করবে; এতিমদের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালন করবে; আপনার পক্ষ হয়ে দান-সাদকা করবে; আপনার জন্য দোয়া করবে; আপনার জন্য...

আমি এটুকু বলতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। বললেন- ব্যস, থামুন থামুন!!

এবার তিনি আরও জোরে অবুঝ শিশুর ন্যায় কাঁদতে লাগলেন আর অদ্ভূত এক স্বরে নিজে নিজে আওড়াতে লাগলেন- আপনার সন্তানরা আপনার পক্ষ থেকে দান-সাদকা করবে...! আপনার জন্য সাদকায়ে জারিয়াস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করবে...! এই করবে...! সেই করবে...!

- এভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ।

তারপর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে তিনি বললেন, শায়খ! আপনি এই অপদার্থদের ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

আমি বললাম, কেন?!

তিনি বললেন, আমার এই সন্তানরা- যারা আমার জন্য অনেক ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখাচ্ছে, তারা গতরাতে আমার কাছে এসে একত্র হয়েছিল। বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে বলতে মজলিস অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি চাচ্ছিলাম তারা আমার কামরা থেকে বের হয়ে যাক। কিন্তু তারা বের হচ্ছিল না। আমিও তাদের কিছু বলতে পারছিলাম না। তাই এক সময় আমি তাদের সামনে ঘুমের ভান করলাম। তাদেরকে বোঝাতে চাইলাম, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, অতএব তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর নাকও ডাকতে শুরু করলাম। তারা ভাবল আমি আসলেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তারা আমার ধন-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। আমি মারা গেলে তারা প্রত্যেকে আমার থেকে কী পরিমাণ উত্তরাধিকার পাবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। এই নাদানরা সবাই মীরাছ বণ্টনের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ; গণ্ডমূর্খ। তাই এ নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে তাদের মাঝে বিরোধ বেঁধে গেল। তাদের বাদানুবাদ ও বিতর্ক বড় আকার ধারণ করল। এক পর্যায়ে তারা আমার একটি বাড়ির ব্যাপারে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল, যে বাড়িটি অন্যগুলোর তুলনায় উন্নত ও অভিজাত এলাকায় নির্মিত। তাদের প্রত্যেকেই চাচ্ছিল এ বাড়িটি তার অংশে পড়ুক। এতটুকু বলে তিনি আবার জোর আওয়াজে কাঁদতে শুরু করলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত হলে আমি কিছু সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এলাম। তখন আমি বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছিলাম–

﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ﴾

আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়ে গেছে। [সূরা হাক্কাহ : ২৮-২৯]

আসলেও তাই। সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলোই তার মৃত্যুর পর তারই ঘরে একত্র হবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগাভাগি করতে!

একজন মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস তার সঙ্গে যায়–

১. তার পরিবার-পরিজন
২. তার ধন-সম্পদ
৩. ও তার আমল।

এর মধ্যে পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে- এ সবের দ্বারা অন্যরা উপকৃত হবে। রয়ে যায় কেবলই তার আমল।

- হ্যাঁ, একমাত্র আমল তার সঙ্গে থাকবে।

কোন ধরনের আমল তার সঙ্গে থাকবে? তার সঙ্গে তার কবরে যাবে?

- রাত জেগে কৃত ইবাদত? দান-সাদকা? মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া?

- না দ্বীনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, স্যাটেলাইট চ্যানেল দর্শন, মন্দ লোকদের মজলিসে অংশগ্রহণ?

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا﴾

আপনার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করেন না। [কাহ্ফ : ৪৯]

﴿مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا﴾

যে কেউ সৎ পথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৫]

সে জান্নাতের ফল খাচ্ছে!

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم বাইরে বের হলেন। যখন তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে উপনীত হলেন, হঠাৎ লক্ষ করলেন, এক উষ্ট্রারোহী লোক তাঁদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন, মনে হচ্ছে আগন্তুক আমাদের দিকেই আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উষ্ট্রারোহী লোকটি তাঁদের কাছে এসে থামলেন। তাঁদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন।

নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোত্থেকে এসেছ?

আগন্তুক তার পথের দুঃখ-কষ্টের বিবরণ দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও গোত্র ছেড়ে এসেছি।

নবীজী ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

আগন্তুক জওয়াব দিলেন, আমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি।

নবীজী ﷺ বললেন, তুমি তাঁকে পেয়ে গেছ।

নবীজী ﷺ-র কথা শুনে আগন্তুকের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেহ-মনে অপার্থিব এক আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কী জিনিস- আপনি আমাকে তা বলে দিন।

নবীজী ﷺ বললেন, তুমি এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর রাসূল। অতঃপর সালাত

কায়েম করো; যাকাত প্রদান করো; রামাদানের সওম রেখো; বাইতুল্লাহর হজ সম্পাদন করো।

আগন্তুক বললেন, আমি এগুলো সবই স্বীকার করে নিলাম। আগন্তুক তখনও তাঁর কথা পুরোপুরি শেষ করতে পারেননি, এমন সময় হঠাৎ তাঁর উটটি তাঁকে নিয়ে নড়েচড়ে ওঠল। ফলে উটের পা ইঁদুর বা এ জাতীয় কোনো কিছুর গর্তে গিয়ে পড়ল। উটটি ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। আগন্তুক তখন উটের উপরই ছিলেন। তিনি উটের উপর থেকে উল্টো হয়ে মাথার উপর পড়লেন। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাঁর দেহটি কিছুক্ষণ তড়পাতে তড়পাতে স্থির হয়ে গেল।

নবীজী ﷺ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

আম্মার ইবনে ইয়াসির ও হুযাইফা رضي الله عنهما তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি বসলেন না। তাঁকে নাড়াচাড়া দিলেন, কিন্তু তিনি নড়লেন না। উভয়েই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগন্তুক পরপারে চলে গেছেন।

নবীজী তাঁর দিকে তাকালেন। সাথে সাথেই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। তারপর হুযাইফা ও আম্মার ইবনে ইয়াসির رضي الله عنهما-র দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কি তার থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করেছ? আমি দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা তাঁর মুখে জান্নাতের ফল তুলে দিচ্ছে! বুঝতে পারলাম, সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

[মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৫৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত-ত্ববরানী : ২/৩১৯, হাদীস নং ২৩২৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/৪১, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪/২২৫]

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন–

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ﴾

ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই নশ্বর। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। [সূরা রহমান : ২৬-২৭]

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

যখন জানাযা [খাটিয়ায়] রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে- আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেককার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে- হায় আফসোস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানবজাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তা হলে অবশ্যই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩১৪]

মৃত্যুর বিছানায়

হায়! আমি তো সালাত পড়িনি!

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, এক গুনাহগার ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। একেবারে মরোন্মুখ। তখন সে কাঁদতে লাগল। আশপাশের লোকজন তার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল এবং তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন করতে শুরু করল।

যখন তার রূহ বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন সে বিকট আওয়াজে চিৎকার করে বলল, আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে আমার কী ফায়দা হবে? বালেগ হওয়ার পর থেকে তো আমি কোনোদিন সালাত আদায় করিনি। এ কথা বলেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আমি চার হাজার বার কুরআন খতম করেছি

বিখ্যাত আবেদ ও যাহেদ আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহিমাহুল্লাহ এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর যন্ত্রণা বেড়ে গেল। তিনি হেঁচকি দিতে লাগলেন। অবস্থা দেখে তাঁর মেয়ে কাঁদতে শুরু করল। তিনি বললেন, প্রিয় বেটী আমার! কাঁদ কেন? কেঁদো না। আমি এ ঘরে নিয়মিত কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করেছি এবং চার হাজার বার খতম করেছি। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৯/৪৪]

তবুও সালাত ছাড়েননি!

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রহিমাহুল্লাহ তখন মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছিলেন। পরিবার-পরিজন তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে-বসে কাঁদছিলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি

মুআয্যিনের আযান শুনতে পেলেন। মুআয্যিন মাগরিবের আযান দিচ্ছিলেন। এদিকে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত। মৃত্যুর যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। এমন সময় তিনি তাঁর আশপাশের লোকজনকে বললেন, তোমরা আমার হাত ধরো।

লোকজন জিজ্ঞাসা করল, কী খেয়াল করেছেন?

তিনি বললেন, আমি মসজিদে যাব।

উপস্থিত লোকজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ অবস্থায় আপনি মসজিদে যাবেন?!

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَحِمَهُ اللَّهُ বললেন, আমি আযান শুনেছি। আমি কি তার জওয়াব দিব না? তোমরা আমার হাত ধরো এবং আমাকে মসজিদে নিয়ে যাও।

অগত্যা দু'জন লোক তাঁর হাত ধরে তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেল। তিনি ইমামের সাথে জামাতে এক রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর সেজদারত অবস্থায় পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৫/২২০]

শেষ আশা

আতা ইবনে সায়েব رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী رَحِمَهُ اللَّهُ এর অসুস্থতা যখন খুব বেশি বেড়ে গেল, তখন আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি মসজিদে সালাতের জায়গায় বসে আছেন। তখন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। আমরা তাঁর ব্যাপারে আশংকা বোধ করতে লাগলাম। বললাম, আপনি যদি ঘরে বিছানায় চলে যেতেন, তা হলে হয়তো আপনার জন্য কিছুটা প্রশান্তিময় ও আরামদায়ক হত। তিনি টেনে টেনে কষ্ট করে শ্বাস নিতে নিতে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, আমার কাছে অমুক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ.

তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের স্থানে বসে সালাতের জন্য অপেক্ষা করবে, সে যেন সালাতেই আছে। [কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২২৮১৯]

আমার আশা, আমার মৃত্যু যেন সেই অবস্থায়ই হয়। [তারীখে বাগদাদ : ৯/৪৩১, আত-ত্ববকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ : ৬/১৭৪]

যেমন কর্ম তেমন ফল

আনাস ইবনে মালেক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.

কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবীজী ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পর তাঁরা অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। [এবারও] নবীজী ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] কী ওয়াজিব হয়ে গেল? নবীজী বললেন, এ [প্রথম] ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ [দ্বিতীয়] ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৬৭]

জানাযার সালাতের ফযীলত

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.

যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত [সাওয়াব], আর যে ব্যক্তি মৃতের

দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দুই কীরাত [সাওয়াব]। জিজ্ঞাসা করা হল, দুই কীরাত কী? তিনি বললেন, দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৬১]

আশ্চর্য স্বপ্ন

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গতরাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা তাঁর নিকট বিবৃত করতেন। তখন তিনি আল্লাহ ﷻ-র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর [ব্যাখ্যা]বর্ণনা করতেন।

একদিন সকালে যথারীতি তিনি আমাদের প্রশ্ন করলেন, [আজ রাতে] তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম, জি না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। [এ বলে তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করতে লাগলেন] দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দু' হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললেন।

হঠাৎ দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির এক পাশের চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়া দিয়ে বিদ্ধ করছিল যে, তা [চোয়াল বিদীর্ণ করে] মস্তকের পিছন ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্বের ন্যায় বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটি জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করালাম, এ কী হচ্ছে?

তারা উভয়ে বললেন, [পরে বলা হবে। এখন] সামনে চলুন।

আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম। অপর এক ব্যক্তি একটি ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা আগের মতো

জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে?

তারা বললেন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। এক পর্যায়ে চুলার মতো একটি গর্তের কাছে উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত-মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানকার লোকগুলোও উপরে চলে আসত, যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও [তলদেশে] ফিরে যেত। গর্তের মধ্যে বহু সংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা উভয়ে বললেন, সামনে চলুন।

আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে এক সময় একটি রক্তের নদীর কাছে এসে পৌঁছলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি, যার সামনে ছিল পাথরখণ্ড। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত। পাথরের আঘাতে সে তাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে, ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ কী হচ্ছে?

তারা উভয়ে বললেন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। চলতে চলতে একটি সবুজ শ্যামল সুশোভিত বাগানে এসে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট গাছ। গাছের গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা। এ গাছটির সন্নিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যিনি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছের উপর আরোহণ করে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করালেন, যার মতো সুন্দর ও মনোরম বাড়ি আমি আর কখনও দেখিনি। তার মধ্যে ছিল বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী

এবং বালক-বালিকা। এরপর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর থেকে বের করে গাছের আরও উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়িতে প্রবেশ করালেন। এটি পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। তাতে দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছেন।...

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে বিস্তৃত ডালপালা বিশিষ্ট বিরাট বড় আরেকটি গাছের কাছে পৌঁছলাম। আমি এত বড় এবং এত সুন্দর গাছ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি। তারা উভয়ে আমাকে বললেন, এতে চড়ুন। আমরা তাতে চড়লাম। চড়তে চড়তে আমরা এমন এক শহর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম, যার বাড়ি-ঘর ও ভবনগুলো স্বর্ণ-রূপার ইট দ্বারা নির্মিত। আমরা শহরের প্রধান ফটকের কাছে গেলাম এবং ফটকের দরজা খোলার জন্য বললাম। আমাদের জন্য তা খুলে দেওয়া হল। আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। সেই শহরে আমরা এমন সব মানুষ দেখতে পেলাম, যাদের শরীরের অর্ধেক অংশ তো খুবই সুন্দর ও সুদর্শন; কিন্তু বাকি অর্ধেক অংশ তেমনই কুৎসিত। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললেন, যাও! সামনের ওই নহরে নেমে পড়। তাদের সামনে দিয়ে ছোট একটি নহর প্রবাহিত হচ্ছিল, যার পানি ছিল অসম্ভব রকমের সাদা। তারা সেদিকে এগিয়ে গেল এবং নহরে নেমে পড়ল। অতঃপর তারা আমাদের কাছে ফিরে এল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, তাদের যাবতীয় দোষত্রুটি দূরীভূত হয়ে গেছে এবং তারা সকলেই পরিপূর্ণরূপে সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে গেছে।

অতঃপর আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আজ রাতে তো আপনারা আমাকে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কিছুই দেখালেন। এবার বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কী?

তারা উভয়ে বললেন, হাঁ; [আমরা তা জানাব]

- আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন, সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াত। তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেত; সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। অতএব, কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে ওই আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন।

- আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ﷻ কুরআন শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করত না। সুতরাং, তার সঙ্গে এরূপই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন।

- যেসকল উলঙ্গা নারী-পুরুষকে আপনি তন্দুরসদৃশ আগুনের গর্তের মধ্যে দেখেছেন, তারা হল যিনাকারী; ব্যভিচারী।

- আর যাকে আপনি [রক্তের] নহরে দেখেছেন, সে হল হল সুদখোর।

- ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি, যাকে আপনি একটি বিরাটকায় গাছের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম عليه السلام। তাঁর চারপাশে যে সকল বালক-বালিকা আছে, তারা হল ওই সকল সন্তান-সন্ততি, যারা ফিতরাতের উপর [ইসলামের উপর] মৃত্যুবরণ করেছে।

এমন সময় কোনো একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের সন্তানরাও কি [সেখানে আছে]?

নবীজী ﷺ উত্তরে বললেন, মুশরিকদের সন্তানরাও।

- আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, তিনি হলেন জাহান্নামের খাযিন মালিক নামক ফেরেশতা।

- আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা [জান্নাতের মধ্যে] সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর যে ঘর পরে দেখেছেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিবরীল এবং ইনি হলেন মীকাঈল।

এরপর তারা আমাকে বললেন, এবার আপনি আপনার মাথা উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মতো কোনো একটি জিনিস রয়েছে। তারা আমাকে বললেন, এটিই আপনার বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার কিছু কাজ বাকি আছে, যা এখনও সম্পন্ন হয়নি। আপনার অবশিষ্ট কাজ যখন পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার প্রাসাদে প্রবেশ করবেন। [সহীহ বুখারী ও মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতের সামষ্টিক বর্ণনা]

কবরের নিঃশব্দ আহ্বান

উমর ইবনে আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহ একবার তাঁর পরিবারের কারও জানাযার সঙ্গে বের হলেন। কবরস্থানে গিয়ে মৃতকে কবরে নামালেন। দাফনকার্য সম্পন্ন করলেন। অতঃপর উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, লোকসকল! কবর আমায় আহ্বান করেছে। আমি কি তোমাদের বলব না, কবর আমায় কী বলেছে?

লোকজন বলল, কেন নয়? অবশ্যই বলুন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বললেন, কবর আমায় ডেকে বলেছে- উমর ইবনে আবদুল আযীয! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না- প্রিয়জনদের সঙ্গে আমি কী আচরণ করেছি?

আমি বললাম, কেন নয়?! অবশ্যই।

কবর বলল, আমি তাদের কাফন ছিঁড়ে ফেলেছি। দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। তাদের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়েছি। মাংস খেয়ে ফেলেছি।

কবর বলল, উমর ইবনে আবদুল আযীয! তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না- আমি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জোড়াসমূহের সঙ্গে কী আচরণ করেছি?

আমি বললাম, হাঁ; অবশ্যই।

কবর বলল, আমি তাদের কব্জিকে হাত থেকে আলাদা করে ফেলেছি। হাতকে বাহু থেকে পৃথক করে দিয়েছি। বাহুকে কাঁধ থেকে খুলে ফেলেছি। নিতম্বকে উরু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। উরুকে হাঁটু থেকে

আলাদা করে ফেলেছি। হাঁটুকে গোছা থেকে খুলে ফেলেছি। গোছাকে পা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযীয ﷺ কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, জেনে রেখো! এ দুনিয়ার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প। এর সম্মানিতরা অপদস্থ হয়। এখানকার যুবকরা বৃদ্ধ হয়ে যায়। জীবিতরা মারা যায়। অতএব, ওই ব্যক্তি প্রতারিত, যে এর মোহে আসক্ত।

কোথায় আজ এখানকার সেসকল বাসিন্দা, যারা আমাদের শহরগুলো নির্মাণ করেছিল। মাটি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে? তাদের দেহগুলোকে মাটি কী করেছে? মাটি তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাড়গোড় ও অস্থি-জোড়াসমূহকে কী করেছে? দুনিয়াতে তারা নরম-কোমল বিছানায় ছিল; সুন্দর সুকোমল ও পরিপাটি বিছানায় ছিল। চারপাশে খাদেম-সেবকের অভাব ছিল না, যারা অহর্নিশ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকত। পরিবারের সকলেই তাদের যথার্থ ইজ্জত ও সম্মান করত। অতএব, তোমরা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন চাইলে তাদেরকে আহ্বান করতে পার, তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পার। তা ছাড়া তাদের বাড়ি-ঘর ও প্রাসাদ থেকে তাদের কবরের নৈকট্যও লক্ষ কর। অতঃপর তাদের ধনীদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের ধনৈশ্বর্য ও ধনাঢ্যতার কী বাকি আছে? তাদের দরিদ্রদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের দীনতা ও দরিদ্রতার কী বাকি আছে? তাদের জিজ্ঞাসা কর- তাদের জিহ্বা সম্পর্কে, যে জিহ্বা দিয়ে তারা কথা বলত। জিজ্ঞাসা কর তাদের চোখ সম্পর্কে, যে চোখ দিয়ে তারা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের দিকে তাকাত। জিজ্ঞাসা কর তাদের কোমল পেলব ত্বক ও সুন্দর চেহারা সম্পর্কে। জিজ্ঞাসা কর তাদের সুশ্রী সুদর্শন দেহ সম্পর্কে- এ সব কিছুর সঙ্গে কবর কী আচরণ করেছে?

- তাদের গায়ের রং মিটিয়ে দিয়েছে। মাংসসমূহ খেয়ে ফেলেছে। চেহারা-সুরত বিকৃত ও বিশ্রী করে দিয়েছে। সমস্ত সৌন্দর্য বিদূরিত করে দিয়েছে। মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দিয়েছে। দেহের প্রতিটি অংশকে আলাদা করে দিয়েছে। কোথায় আজ তাদের খাদেমরা? কোথায়

তাদের গোলাম-দাসরা? কোথায় আজ তাদের সঞ্চিত সম্পদ ও ধনভাণ্ডার?

- আল্লাহর কসম! তারা তাদের জন্য তাদের কবরে একটি বিছানাও বিছায়নি। হেলান দিয়ে বসার জন্য কোনো বালিশ তাদের কবরে সরবরাহ করেনি।

- আজ কি তারা একেবারেই একাকী ও নিঃসঙ্গ ছোট্ট একটি সংকীর্ণ গর্তে নয়? জনমানবহীন প্রান্তর ও জমিনের কয়েক স্তর নীচে নয়? আজ কি তাদের জন্য তাদের দিন-রাত এক সমান নয়?

- আজ তাদের মাঝে ও তাদের আমলের মাঝে প্রতিবন্ধক এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা আজ আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের থেকে বহু দূরে। তাদের স্ত্রীরা অন্য পুরুষদের বিয়ে করে নিয়েছে। বিভিন্ন পথে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়েরা। আত্মীয়-স্বজন ভাগ করে নিয়েছে তাদের ঘর-দুয়ার ও বিষয়-সম্পত্তি। আল্লাহর কসম! তাদের কারও কারও কবর প্রশস্ত। কবরে তারা সতেজ। বিভিন্ন নেয়ামতে পরিবেষ্টিত।

এরপর উমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله আবার কাঁদলেন। তারপর বললেন, ওহে আগামী কালের কবরের অধিবাসী! দুনিয়ার কোন বস্তু তোমাকে প্রতারিত করেছে? কোথায় তোমার মিহি কাপড়? কোথায় তোমার আতর? কোথায় তোমার সুগন্ধি? মাটির রূঢ় আচরণ তুমি কীভাবে সইবে?

- হায়! আমি যদি জানতাম, কোন গাল থেকে পোকার আক্রমণ শুরু হবে!

- হায়! আমি যদি জানতাম, দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় মালাকুল মউত আমার সঙ্গে কীভাবে দেখা করবেন! এবং আমার রবের পক্ষ থেকে কী সংবাদ নিয়ে আসবেন!

এরপর খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয رحمه الله অঝোরে কাঁদতে থাকেন। কতক্ষণ পর সেখান থেকে চলে আসেন। এই ঘটনার পর মাত্র এক সপ্তাহ তিনি জীবিত ছিলেন। তারপর মারা যান। রহিমাহুল্লাহু তাআলা...

আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী

এক ভদ্রলোক আমাকে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি গাড়িতে করে মক্কা যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে একটি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল দুর্ঘটনাটি মারাত্মক; অত্যন্ত ভয়াবহ।

সর্বপ্রথম আমিই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছি। আমার গাড়ি থামিয়ে দ্রুত সেদিকে ধাবিত হই। দুরু দুরু বুকে অজানা আশঙ্কা নিয়ে গাড়িটির কাছে যাই। গাড়ির ভিতর দৃষ্টি দিয়েই আমি নির্বাক। আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। প্রচণ্ড রকম বুক কাঁপছে। হাতও স্থির থাকছে না। ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে এল।

গাড়ির ড্রাইভার নিথর-নীরব দেহে স্টিয়ারিংয়ের সাথে লেগে আছে। শাহাদত আঙুল উঠিয়ে ইশারা করে আছে। চেহারা খুবই সুন্দর; নূরানী ও আলোজ্বলমল। চিবুকে ঘন-কালো দাড়ি। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন পূর্ণিমার এক টুকরো চাঁদ।

আমি পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ করলাম ছোট্ট একটি মেয়ে ড্রাইভারের পিঠের সঙ্গো লেপ্টে আছে; হাত দু'টি দিয়ে ড্রাইভারের গলা জড়িয়ে রেখেছে। দু'জনই এই পৃথিবীকে 'আলবিদা' জানিয়ে দিয়েছে।

আমি তার মতো আর কোনো মৃতব্যক্তি দেখেনি। তার চেহারা ছিল শান্ত সৌম্য; পূর্ণ স্থিরতা ও গাম্ভীর্যে পূর্ণ। ছিল সূর্যের ন্যায় দীপ্তিময়। মারা যাওয়ার পরও তার শাহাদাত আঙুল আল্লাহ ﷻ-র একত্ববাদের সাক্ষ্য বর্ণনা করছিল। তার মুখের সুন্দর মুচকি হাসি তখনও ঠোঁটে গেলে ছিল।

ইতিমধ্যে রাস্তার বিভিন্ন গাড়ি আমাদের আশপাশে জড়ো হয়ে গেল। চারদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি। এ সবকিছুই ঘটছিল খুব দ্রুততম সময়ে। ঘটনার ভয়াবহতা ও আকস্মিকতায় গাড়ির ভিতর আর কোনো জীবিত বা মৃত মানুষ আছে কি না- তা দেখতে আমি বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমি সন্তানহারা মায়ের মতো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম।

আমার আশপাশে কেউ আছে কি না- তারও কোনো খবর ছিল না আমার। যিনিই দেখছেন তিনিই ভাবছেন আমি হয়তো মৃতব্যক্তির কোনো নিকটাত্মীয়। হঠাৎ কয়েকজন লোক চিৎকার করে উঠল- পিছনের সিটে একজন মহিলা ও দু'টি বাচ্চা!

এ দৃশ্য দেখে আমার কষ্ট আরও বেড়ে গেল। আমি পিছনের দিকে মনোযোগী হলাম। দেখলাম, একজন ভদ্রমহিলা তার কাপড়-চোপর গুছিয়ে বসে আছেন। হিজাব ও পর্দা খুব ভালোভাবে গুছিয়ে রেখেছেন। চুপচাপ বসে আমাদের দেখছিলেন। ছোট বাচ্চা দু'টিকে বুকের সঙ্গো জড়িয়ে রেখেছেন। আল্লাহর কী কুদরত! এত ভয়াবহ দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তাদের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ঘটনার ভয়াবহতায় ভদ্রমহিলা কাঁপছিলেন। তিনি আল্লাহ ﷻ-র যিকির করছিলেন আর বাচ্চাদের ভয় দূর করে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল- তিনি দৃঢ়তা অবিচলতা ও সাহস-হিম্মতের এক অনড় পাহাড়। তিনি পূর্ণ স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার সাথে গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোনো ধরনের চিৎকার-চেঁচামেচি, বিলাপ-আহজারি বা কান্নাও করছিলেন না।

আমরা সহযোগিতা করে তাকে গাড়ি থেকে নামার ব্যবস্থা করলাম। আমার অবস্থা ছিল তখন এমন- যিনিই আমাকে দেখছেন, তিনিই ভাবছেন, আমিও তাদের সাথেই বিপদগ্রস্ত একজন। আমি অনেক কাঁদছিলাম। লোকজন আমাকে দেখছিল। ভদ্রমহিলাও আমার দিকে তাকালেন এবং গাড়ি থেকে নামতে নামতে ভরাট কণ্ঠে শান্তভাবে বললেন- ভাই আমার! তাঁর জন্য কাঁদবেন না। তিনি নিঃসন্দেহে একজন নেককার মানুষ ছিলেন। এ কথা বলার পর ভদ্রমহিলার

নিজেরও হয়তো কান্না চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। তার আওয়াজ ভারী হয়ে এল।

যা হোক, তিনি পূর্ণ শান্তভাবে গাড়ি থেকে নামলেন। বাচ্চা দু'টিকে নিজের সাথে জাড়িয়ে রাখলেন। গাড়ি থেকে নেমেই নিজের পর্দা-পুশিদার প্রতি ভালোভাবে লক্ষ করলেন। সবকিছু ঠিকঠাক করে নিলেন। জড়ো হওয়া মানুষের ভিড় ও চিৎকার-চেঁচামেচি দেখে বাচ্চাদের নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের মধ্য থেকে এক নেককার ভদ্রলোক নিহত পিতা ও কন্যাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। ভদ্রমহিলা দূর থেকেই আমাদের দেখছিলেন আর বাচ্চা দু'টির দৃষ্টিকে তাদের পিতা ও বোন থেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিলেন।

আমি ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে আদবের সাথে নিবেদন করলাম- চলুন! আমার গাড়িতে উঠুন! আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

আমার আবেদন শুনে তিনি বড় দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে জওয়াব দিলেন, আল্লাহর কসম! আমি কেবল সেই গাড়িতেই উঠব, যাতে নারী সওয়ারী রয়েছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশপাশে জড়ো হওয়া লোকজন চলে যেতে শুরু করলেন। যে যার মতো চলে যেতে লাগলেন। আমি গেলাম না। আমি দূরে দাঁড়িয়ে বিপদগ্রস্ত ভদ্রমহিলাকে দেখছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, এ মহিলার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কেন তুমি তাকে সাহায্য করলে না?

এভাবেই কেটে গেল অনেকক্ষণ। বেশ দীর্ঘ সময়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভদ্রমহিলা অটল-অবিচল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। এভাবে কেটে গেল পুরো দুই ঘণ্টা। এক পর্যায়ে আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল একটি গাড়ি, যাতে এক ভদ্রলোক ও তাঁর পরিবারের নারী সদস্যরা আরোহী ছিল। আমি গাড়িটি থামালাম। দুর্ঘটনা কবলিত ভদ্রমহিলার ঘটনা বিস্তারিত খুলে বলে অনুরোধ জানালাম- মেহেরবানী করে তাঁকে আপনার গাড়িতে উঠিয়ে নিন এবং তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিন।

ভদ্রলোক সাগ্রহেই মেনে নিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর সন্তানদের নিয়ে পূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে এগিয়ে এলেন এবং গাড়িতে চড়লেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এ কোনো মানুষ নয়; বরং ধৈর্য ও স্থৈর্যের এক অটল-অবিচল পাহাড়, যা জমিনের উপর হেঁটে চলছে।

আমি আমার গাড়িতে ফিরে এলাম। এমন কঠিন মুহূর্ত ও চরম বিপদকালে ভদ্রমহিলার ধৈর্যের কথা ভেবে যারপরনাই বিস্মিত ছিলাম। মনে মনে নিজেকে নিজে বলছিলাম- 'দেখো! আল্লাহ ﷻ-র নেক বান্দাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ ﷻ কীভাবে তাদের চলে যাওয়ার পরও হেফাজত করেন। সাথে সাথেই আমার মনে পড়ে গেল আল্লাহ ﷻ-র সেই বাণী, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। [সূরা হা-মীম সেজদাহ : ৩০-৩১]

হ্যাঁ, দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু রেখে যাচ্ছ, তার ব্যাপারে মোটেও চিন্তিত হয়ো না। দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু। আমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করব। ডর-ভয় ও আতঙ্ক-ভীতির সময় আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা ও পূর্ণ প্রশান্তি দান করব। তাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় ও মজবুত করে দিব। তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে দিব এবং উত্তরোত্তর তাদের মান, মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দিব।

সুবহানাল্লাহ! পবিত্র কুরআন কতটা ঈমানোদ্দীপক যিম্মাদারি গ্রহণ করেছে এবং কত প্রিয় ও উত্তম কথা বর্ণনা করেছে! আহ! দয়াময় আল্লাহ ﷻ কত দয়ালু! কত মেহেরবান!! পক্ষান্তরে আমরা কত উদাসীন! কতই না গাফেল!!

প্রিয় পাঠক! এখনও কি সেই সময় আসেনি, যখন আমরা আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে ভীত হব; গাফলতি, উদাসীনতা ও গুনাহের জীবন ছেড়ে মহান দাতা ও পরম প্রভুর ইবাদত-বন্দেগীপূর্ণ জীবন যাপন করব? যিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। যাঁর কখনও মৃত্যু হবে না। তিনি এমনই ধনী, যিনি দান ও দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনও কৃপণতা করেন না।

- এটা কতই না উত্তম ও সৌভাগ্যের কথা যে, তিনি আমাদেরকে নীরব রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে তাঁর দরবারে কাঁদতে দেখবেন, তাঁর আলীশান দরবারে ফরিয়াদ করতে দেখবেন, আর দিনের বেলায় তাঁর পবিত্র কালাম তেলাওয়াতরত অবস্থায় দেখবেন।

- সেই দৃশ্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে কতই না প্রিয় ও প্রীতিকর মনে হবে, যখন তিনি আমাদেরকে হারাম বস্তু থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে দেখবেন।

- না আমরা কোনো গায়রে মাহরাম নারীর দিকে তাকাব, না কোনো অনর্থক-অহেতুক কথাবার্তা বলব আর না তেমন কোনো কথা শুনব! যাতে আমরা তাঁর প্রিয় হতে পারি; তাঁর প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত হতে পারি।

فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ

> [হে নবী! আপনি বলুন] তোমরা আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। [সূরা আলে ইমরান : ৩১]

মৃত্যু কারও উপর দয়া করে না

খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে খাত্তাব ﵁-কে দেখার জন্য আমার সাথে মদীনায় চলুন। দীনকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। আল্লাহ ﷻ-র পথে জিহাদ করেছিলেন। অগ্নিপূজক রাষ্ট্রের আগুন নিভিয়েছিলেন। এতে কাফেররা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত ছিল (মুগীরার গোলাম) অগ্নিপূজক আবু লু'লুয়াহ। মদীনাতে সে ছিল একজন কাঠমিস্ত্রি ও কামার। গম পিষবার জাঁতাকল বানাত সে।

উমর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিল এই গোলাম। একদিন এক রাস্তায় তার সাথে উমরের দেখা হয়ে গেল। উমর তাকে বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি না কি বলে থাক, আমি ইচ্ছা করলে এমন জাঁতাকল বানাতে পারব, যা বাতাসে ঘুরে গম পেষাই করবে?

উমরের প্রশ্ন শুনে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল গোলাম। বলল, আমি অবশ্যই আপনাকে এমন এক জাঁতাকল বানিয়ে দিব, যার প্রসঙ্গো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকজন আলোচনা করবে।

তার জওয়াব শুনে উমর সাথীদের দিকে তাকালেন। বললেন, একজন গোলাম আমাকে হুমকি দিল।

এরপর গোলাম একটি দ্বিমুখো খঞ্জর বানাল, যার ধারণ করার জায়গা মাঝখানে। সেটার এ মাথা দিয়ে আক্রমণ করলেও মানুষ মারা যাবে; ও মাথা দিয়ে আক্রমণ করলেও মানুষ মারা যাবে। এরপর সে তাতে বিষ মাখল। যাতে আক্রমণে মৃত্যু ব্যর্থ হলেও বিষের কারণে তা নিশ্চিত হয়।

এরপর সে একদিন রাতের অন্ধকারে উমরের সন্ধানে বের হল। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে কোন এক কোণায় লুকিয়ে থাকল।

একসময় উমর মসজিদে প্রবেশ করলেন। কাতার সোজা করালেন। সালাতের একামত বলা হল। তাকবীরে তাহরীমা বলে সালাত শুরু করলেন উমর رضي الله عنه।

উমর কেরাত আরম্ভ করার পর কোণ থেকে গোলাম বেরিয়ে এল। সেই খঞ্জর দিয়ে উপরযুপরি উমরকে তিনটি ঘা দিল সে। প্রথমটি লাগল বুকে; দ্বিতীয়টি পাঁজরে এবং তৃতীয়টি নাভীর নীচে।

চিৎকার দিয়ে উমর মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তিনি পড়ছিলেন কুরআনের এই আয়াত–

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাজ যথাসময়ে নির্দিষ্ট। [সুরা আহযাব: ৩৮]

আবদুর রহমান ইবনে আওফ এগিয়ে গেলেন। মুসল্লীদের নিয়ে সালাত সম্পন্ন করলেন তিনি। মাজুসী তলোয়ার নিয়ে পালাতে উদ্যত হল। কিন্তু কাতার ভেদ করতে না পেরে খঞ্জর দিয়ে ডানে-বামে ঘা দিতে থাকল সে। তার আক্রমণের শিকার হল তেরো জন মুসল্লী। তাদের মধ্য থেকে সাত জন নিহত হলেন।

আবু লু'লুয়াহ তার কোষমুক্ত খঞ্জর নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কাছে এলেই সে তাকে আক্রমণ করে। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তার মুখের উপর মোটা জুব্বা ছুড়ে মারলেন। এতে মাজুসী বিপাকে পড়ে গেল। সে বুঝতে পারল, এখন আর তার রক্ষা নেই। তখন নিজের পেটে খঞ্জর বসিয়ে দিল সে। রক্তের ধারা প্রবাহিত হতে থাকল এবং একসময় মারা গেল। ওদিকে উমরকে অচেতন অবস্থায় তাঁর বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মানুষের ঢল ছুটল তাঁর বাড়ির দিকে। সূর্য উদিত হওয়ার খানিক বাদে উমরের চেতনা ফিরে এল।

লোকজন কি সালাত পড়েছে?

চেতনা ফিরে পাওয়ার পর আশপাশের লোকজনের দিকে তাকালেন উমর। তারপর সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন, তা ছিল একটি প্রশ্ন। তিনি বললেন, লোকজন কি সালাত পড়েছে?

লোকজন জওয়াব দিল, আমীরুল মুমিনীন! হাঁ; (আমরা সালাত পড়েছি।)

উমর বললেন, আল-হামদু লিল্লাহ! যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই।

এরপর উমর পানি চাইলেন। উযু করলেন। সালাতের জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তখন ছেলে আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে পেছনে বসালেন। বসার জন্য ছেলের পিঠের সাথে ঠেস দিলেন। তখন তাঁর যখম থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর যখমে আঙুল দিয়ে দেখি ভিতরে খুব গভীর। তখন আমরা তাঁর যখমে পাগড়ি বেঁধে দিলাম। এরপর তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, হে ইবনে আব্বাস! দেখো তো, আমাকে কে হত্যা করল?

ইবনে আব্বাস বললেন, আপনাকে ঘা দিয়েছে মাজুসী গোলাম। আপনার সাথে আরও একদল লোককে আক্রমণ করেছে সে। তারপর আত্মহত্যা করেছে।

তখন উমর বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি আমার ঘাতককে সেজদা করার ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করেননি। সে কখনও আল্লাহ ﷻ-কে সেজদা করেনি।

এরপর যখম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য উমরের ঘরে চিকিৎসক উপস্থিত হলেন। তিনি উপলব্ধি করতে চাইলেন যে, পাকস্থলি পর্যন্ত যখম গভীর হয়েছে কি না? এজন্য তিনি উমরকে খেজুরের শরবত পান করালেন। কিন্তু সেই শরবত খাদ্যনালী দিয়ে প্রবেশ করে তলপেটে যখমের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল। এতে চিকিৎসকের সন্দেহ হল। তিনি মনে করলেন, যখমের ভিতর দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হয়েছে। কাজেই এক বাটি দুধ আনালেন এবং উমরকে পান করালেন। এবার সেই দুধও নাভীর নীচের যখমের ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল। চিকিৎসক নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খঞ্জরের আঘাত তাঁর দেহ ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে। তাঁর পেট কোন খাদ্য বা পানীয় ধরে রাখতে পারছে না।

চিকিৎসক উমরকে লক্ষ করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! ওসিয়ত করুন। আমার ধারণা, আপনি আজ অথবা কাল মারা যাবেন।

মৃত্যুর খবর পেয়েও উমর তখন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললেন, তুমি সত্য বলেছ। তুমি যদি এর ব্যতিক্রম কিছু বলতে, তা হলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতাম।

এরপর তিনি আবার বললেন, আল্লাহর কসম! সারা দুনিয়ার সম্পদ যদি আমার হত, তা হলেও আমি তা হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য পণহিসেবে প্রদান করতাম।

উমরের প্রশংসায় ইবনে আব্বাস

উমরের কথা শুনতে পেলেন ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما। তাঁর বিনয় ও আখেরাতের দিকে আগ্রহ প্রত্যক্ষ করে তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি এমন কথা বলেন, তা হলে আল্লাহ عز وجل আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। রসুলুল্লাহ ﷺ কি দোআ করেননি যে, আল্লাহ عز وجل আপনার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করুন, যখন মুসলমানরা মক্কায় ভীতসন্ত্রস্ত ছিল? আপনি যখন মুসলমান হলেন, তখন আপনার ইসলাম গ্রহণ শক্তিতে পরিণত হয়। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ عز وجل ইসলামকে বিজয়ী করেন। আপনি যখন হিজরত করেন, তখন আপনার হিজরত বিজয় সাব্যস্ত হয়। তারপর আপনি রসুলুল্লাহ ﷺ-র সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ে অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থাকেননি। রসুলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। পরবর্তী খলীফারও আপনি উজির ছিলেন। তিনিও ইন্তেকালের সময় আপনার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর আপনি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে শহরের পর শহর জয় করিয়ে দেন। মুসলমানদেরকে তিনি অজস্র সম্পদও দান করেন আপনার মাধ্যমে। আপনার মাধ্যমেই শত্রুদেরকে পরাস্ত করেন। এরপর শাহাদতের মাধ্যমে আপনার জীবনাবসান হতে চলেছে। সুতরাং আপনি সৌভাগ্যবান।

ইবনে আব্বাসের কথা শেষ হলে উমর বললেন, আমাকে বসাও।

বসার পর ইবনে আব্বাসকে লক্ষ করে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যাকে প্ররোচনা দিচ্ছ, সে প্রতারণার শিকার।

তারপর ইবনে আব্বাসের দিকে তাকালেন উমর। ইবনে আব্বাসের ইলম ও তাকওয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন তিনি। বললেন, তুমি কি এসব ব্যাপারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে?

ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ।

ইবনে আব্বাসের জওয়াব শুনে উমর খুশি হলেন। বললেন, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার।

এরপর লোকজন এসে এসে প্রশংসা করে উমরকে বিদায় জানিয়ে যেতে লাগল।

মৃত্যুশয্যায় উপদেশ

ইতোমধ্যে এক যুবক এসে উমরের ঘরে প্রবেশ করল। বলল, আমীরুল মুমিনীন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি রসুলুল্লাহ ﷺ-র সাহচর্য পেয়েছেন। তারপর শাসক নিযুক্ত হয়ে ইনসাফ করেছেন। এরপর শাহাদত।

যুবকের কথা শুনে উমর বললেন, শাসনের ক্ষেত্রে গুনাহ আর নেকী না হয়ে কোন রকমে পার হয়ে যেতে পারলেই যথেষ্ট।

এরপর যুবক ফিরে যেতে লাগল। তখন তার পরনের লুঙ্গি মাটি স্পর্শ করছিল। উমর বললেন, যুবককে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।

যুবক ফিরে এল। উমর তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, ভাতিজা! তোমার কাপড় উঁচু করে পরো। এতে তোমার কাপড়ও পরিষ্কার থাকবে; তোমার রবও খুশি হবেন।

ব্যথা তীব্র হতে লাগল উমরের। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে লাগলেন তিনি। অচেতন হয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আব্বা যখন অচেতন হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর মাথা উঠিয়ে নিজের কোলের মধ্যে

রাখলাম। আচানক তাঁর চেতনা ফিলে এল। তিনি বললেন, আমার মাথা মাটির উপর রাখো।

এরপর তিনি আবার অচেতন হয়ে গেলেন। আবার চেতনা ফিরে এল। তখনও তাঁর মাথা ছিল আমার কোলে। তিনি বললেন, আমার মাথা মাটিতে রাখো।

আমি বললাম, আব্বা! আমার কোল আর মাটি কি কাছাকাছি নয়?

তিনি বললেন, আমার মাথা মাটিতে ছেড়ে দাও। এতে আল্লাহ ﷻ হয়তো আমার প্রতি দয়া করবেন। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন আমাকে তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দিয়ো। কেননা, সামনে যদি আমার কল্যাণ থাকে, তা হলে তাড়াতাড়ি আমাকে সেখানে পৌঁছে দিবে। আর যদি অকল্যাণ থাকে, তা হলে আমাকে তোমাদের কাঁধ থেকে দ্রুত নামিয়ে দেওয়াই ভালো।

এরপর তিনি বললেন, সর্বনাশ উমরের! সর্বনাশ তার মায়ের! যদি তাকে মাফ করে দেওয়া না হয়।

কিছুক্ষণ পর জাঁকান্দানী শুরু হল। তীব্র হল যন্ত্রণা। এরপর তিনি মারা গেলেন। মুসলমানরা তাঁকে তাঁর দুই বন্ধু রসুলুল্লাহ ও আবু বকরের পাশে দাফন করে দিলেন।

হাঁ, উমর ইবনে খাত্তাব মারা গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত ব্যক্তি মারা যাননি। বহু নেক আমল করেছেন। কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত ও আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে ক্রন্দন তাঁর কবরের সঙ্গী। নির্জন ঘরে সালাত তাঁকে সঙ্গ দিবে। জিহাদ তাঁর মর্যদা বৃদ্ধি করতেই থাকবে। দুনিয়াতে তিনি কিছুটা ক্লান্ত হয়েছেন; পরকালে তাঁর অফুরন্ত বিশ্রাম লাভ হয়েছে।

নবী ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি একদিন ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমি জান্নাতে। আচানক দেখি, এক মহিলা একটি বালাখানার পাশে উযু করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই বালাখানা কার? ফেরেশতারা

বললেন, উমরের। তখন আমার মনে পড়ে গেল উমরের আত্ম-সম্মানবোধের কথা। এজন্য পিছু হটে এলাম।'

একথা শুনে উমর কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আপনার বেলায়ও কি আমার আত্মমর্যার ব্যাপার আছে? [বুখারী হাদীস নং- ৩২৪২]

নবীজীর নাতি

উসামা ইবনে যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবীজী ﷺ-এর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় নবীজী ﷺ-এর এক কন্যা [যাইনাব ﵂] তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন- আমার এক শিশু পুত্র একেবারেই মরণাপন্ন অবস্থায় আছে। অতএব, আপনি আমাদের কাছে তাশরীফ রাখুন।

নবীজী ﷺ তাঁকে বলে পাঠালেন- তাঁকে আমার সালাম দিবে এবং বলবে, আল্লাহ ﷻ যা কিছু নিয়ে নেন, তা-ও তাঁর অধিকারে; যা কিছু দান করেন, তা-ও তাঁর অধিকারে। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে।

তিনি [যাইনাব ﵂] তখন অত্যন্ত পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। তাই পুনরায় কসম দিয়ে নবীজীর কাছে সংবাদ পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন নবীজী ﷺ দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গো কয়েকজন সাহাবীও দাঁড়ালেন। [যাইনাব ﵂-র বাড়ি পৌঁছার পর] নবীজী ﷺ শিশুটিকে কোলে নিলেন। শিশুটি তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। যেন তার শ্বাস মশকের মতো [শব্দ হচ্ছিল]। দৃশ্য দেখে নবীজী ﷺ-এর অত্যন্ত মায়া হল। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।

নিবেদন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কাঁদছেন?! নবীজী বললেন, এ হচ্ছে দয়া ও শফকত; যা আল্লাহ ﷻ-ই তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ ﷻ তাঁর সে সকল দয়ালু বান্দার উপর রহম করেন, যারা অন্যদের উপর রহম করে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮৪]

মুআবিয়া ﵁-র ইন্তেকাল

মুআবিয়া ﵁ দীর্ঘ বিশ বছর শামের গভর্নর ছিলেন। পরবর্তী বিশ বছর আমীরুল মুমিনীন-খলীফাতুল মুসলিমীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। লোকজন তাঁকে বসিয়ে দিলেন। বসানোর পর তিনি আল্লাহ ﷻ-র যিকির করতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর নিজে নিজেই আনমনে বলতে লাগলেন- মুআবিয়া! এখন তোমার আল্লাহর কথা, আল্লাহর যিকিরের কথা স্মরণ হয়েছে?! অথচ এখন তোমার যৌবন ফুরিয়ে গেছে! তুমি ভেঙ্গে পড়েছ! তুমি বিধ্বস্ত হয়ে গেছ!

এরপর তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন- হে আমার রব! হে আমার পরওয়াদিগার! এক গুনাহগার ও কঠোরহৃদয় বুড়োর উপর রহম কর! দয়া কর। হে আল্লাহ! আমার ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দাও। আমার যাবতীয় গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার ধৈর্য্য ও সহনশীলতার আচরণ কর। তাকে তুমি মাফ করে দাও, যে তার স্বীয় মাথা তুমি ছাড়া আর কারও সামনে নত করেনি এবং তুমি ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করেনি।

- এ কথা বলেই তিনি মারা গেলেন। [তারীখে দিমাশ্‌ক : ৬২/১৫৫ সংক্ষেপিত]

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ﵀-র ইন্তেকাল

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ﵀-র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে যন্ত্রণার আধিক্যে তিনি মূর্ছা গেলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে মুচকি হেসে বলতে লাগলেন- আমলকারীদের এমন জিনিসের জন্যই আমলা করা উচিত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... এ বলেই তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। [তারীখে দিমাশ্‌ক : ৩৪/৩২৪]

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-র ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর স্ত্রী বললেন, হায় আফসোস!...

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছিলেন, এমন সময় তিনি চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, আল্লাহর বান্দী! 'হায় আফসোস!' বল কেন? বরং বল- 'হায় কী আনন্দ!' কারণ, আগামীকালই আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হব; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথি-সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাত করব। [তারীখে দিমাশ্ক : ১০/৩১৫, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৩৫৯]

শিক্ষণীয় উপমা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং তার মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা চতুর্ভুজ থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর চতুর্ভুজের মধ্যবর্তী সোজা রেখার দু' পাশ দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা মিলালেন। অতঃপর বললেন, এ মাঝের রেখাটি হল মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হল তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। আর বাইরে বেড়িয়ে যাওয়া রেখাটি হল তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন [বিভিন্ন রোগ-বালাই ও দুর্ঘটনা]। যদি সে [মানুষ] তার একটি অতিক্রম করে যায়, তা হলে আরেকটি এসে তার উপর আপতিত হয়। দ্বিতীয়টি থেকে উতরে যেতে পারলে তৃতীয়টি এসে আঁকড়ে ধরে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৭]

মৃত্যুর উপর ঈমান

মৃত্যু নিয়ে যে ফিকির করবে, সে বুঝতে পারবে যে, মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার, এমন একটি পিয়ালা, যা ঘুরে ঘুরে মুকীম-মুসাফির সবার কাছে যায়। এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার জীবন থেকে অব্যাহতি পেয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে গমন করে।

মৃত্যুর মধ্যে শুধু সমাপ্তি নয়; শুধু দেহাবসান নয়; দিবারাত্রির শুধু বিলুপ্তি নয়।

মৃত্যু একটি দরজা, যেখান দিয়ে প্রতিটি মানুষকে প্রবেশ করতে হয়। মৃত্যুটা খুব বড় বিপদ নয়; বড় বিপদ ও ভয়াবহ সঙ্কট হল সেটা, যেটা মৃত্যুর পর ঘটবে।

আল্লাহ ﷻ-র ইনসাফ হচ্ছে এই যে, যে বান্দার জীবন যেভাবে অতিবাহিত হয়, তার ইহজীবনের সমাপ্তিও সেভাবে হয়। যে ব্যক্তি ইহজীবনে যিকির-আযকার, সালাত-সওম ও দান-সাদকায় লিপ্ত থাকে, নেক আমলের মধ্য দিয়েই তার মৃত্যু হয়। আর যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, নেক আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার মৃত্যু অভ্যাসের উপর হওয়ারই আশঙ্কা থাকে।

মৃত্যু কী?

মৃত্যু অভিন্ন এক বস্তু, যার অর্থ মানব-দানব, পশু-পক্ষী সবাই বোঝে। এর কোন দীর্ঘ সংজ্ঞা বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলা যায়–

বহির্গমনের মাধ্যমে রূহ তথা প্রাণের দেহ ত্যাগ করাই হচ্ছে মৃত্যু।

মৃত্যু রূহের পরিসমাপ্তি নয়। কেননা, রূহ নিঃশেষ হয় না। তবে রূহ ত্যাগ করে। তারপর তাকে হয়তো সুখে রাখা হয়, অথবা দুঃখে। কখনও কখনও নেয়ামত আর শাস্তি শুধু রূহকে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন সময় রূহ ও দেহ উভয়কেই দেওয়া হয়।

মৃত্যুর উপর ঈমান এই বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, প্রত্যেকটি মাখলুকের ধ্বংস অনিবার্য। প্রত্যেক প্রাণিই একবার মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

‘তাঁর সত্তা বাদে সবকিছুই তখন ধ্বংস হয়ে যাবে।’ [সুরা আল-কাসাস, ৮৮]

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

‘পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে; থাকবে শুধু তোমার মহান ও দয়াময় রব।’ [সুরা আর-রহমান: ২৬-২৭]

তিনি আরও বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

‘প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।’ [আল-ইমরান: ১৮৫]

ইবনে আব্বাসের হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলতেন–

أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

‘তোমার ইয্যতের আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; তুমি মরবে না; তবে মানব-দানব মারা যায়।’ [বুখারী: হাদীস নং- ৭৩৮৩]

মালাকুল মঊত কে?

আল্লাহ ﷻ-র প্রত্যেক ফেরেশতার কোন না কোন দায়িত্ব আছে। আল্লাহ ﷻ তাদের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। জিবরাঈল ওহী

আনয়নের ফেরেশতা। মিকাঈল বৃষ্টি বর্ষণে নিযুক্ত। ইস্রাফীল শিঙ্গায় ফুঁকবেন। তাঁদের মধ্যে পাহাড়েরর ফেরেশতাও আছে; মউতের ফেরেশতাও আছে।

আল্লাহ ﷻ মউতের ফেরেশতার প্রসঙ্গো বলেছেন–

﴿قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ﴾

'বলো, তোমাদেরকে মৃত্যু দিবে মালাকুল মউত, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।' [সুরা সাজদাহ: ১১]

মালাকুল মউতের সহকারী আছে অনেক। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ﴾

'তাকে মৃত্যু দিয়েছে আমার দূতগণ। তারা (দায়িত্ব পালনে) কোন অবহেলা করে না।' [সুরা আল-আনআম: ৬১]

নবী ﷺ বলেছেন–

ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ...

'তারপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার কাছে বসেন।' [মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং- ১৮৫৩৪]

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের আগে মালাকুল মউত কারও রূহ কব্জ করেন না। প্রত্যেক একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। সেটা বাড়েও না; কমেও না। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾

'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন প্রাণ মৃত্যুবরণ করতে পারে না। তিনি সময় নির্দিষ্ট করে মৃত্যু লিখে দিয়েছেন।' [সুরা আল-ইমরান: ১৪৫]

মানুষের এই সময়সীমা তখনই লিখিত হয়, যখন সে মায়ের গর্ভে থাকে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের একেক জনের সৃষ্টি উপাদান তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন জমা রাখা হয়। তারপর চল্লিশ দিনে তা রক্তপিণ্ড হয়। তারপর চল্লিশ দিনে গোস্ত হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয়ে আদেশ করা

হয় এবং তাকে বলা হয়, এর আমল, রিযিক, আয়ু এবং ভাগ্যবান না কি হতভাগা তা লিখে দাও।

মৃত্যুস্থান কোথায়, তা কেউ জানে না

আল্লাহ ﷻ বলেন–

وَمَا تَدۡرِیۡ نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدۡرِیۡ نَفۡسٌۢ بِاَیِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیۡمٌ خَبِیۡرٌ ﴿۳۴﴾

‘কোন প্রাণী জানে না, কাল সে কী উপার্জন করবে; আর কোন প্রাণী (একথাও) জানে না যে, কোথায় সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, খবর রাখেন।’ [সুরা লুকমান: ৩৪]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رَوْحِ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيْهَا حَاجَةً..

‘যখন আল্লাহ কোন বান্দার রূহ কোন ভূখণ্ডে কব্জ করতে চান, তখন সেখানে কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।’ [মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং- ১৫৫৩৯]

এটা বাস্তব সত্য। অনেক মানুষ কোন শহরের নাম শোনে; কিন্তু সেখানে কখনও সফর করবে, এমন চিন্তা কখনও সে করে না। তবে আল্লাহ ﷻ অনাদি কালে লিখে রেখেছেন যে, সে ওখানে মরবে। এরপর যখন তার মৃতুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আল্লাহ ﷻ সেখানে চিকিৎসা, ব্যবসা, চাকরি বা অন্যকোন বিষয়ে তার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন, যা তাকে সেই শহরে নিয়ে যায়। তারপর আল্লাহ ﷻ তার রূহ সেখান থেকে কব্জ করেন।

মৃত্যুর স্মরণ

নবী ﷺ বলেছেন–

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِيْ اَلْمَوْتُ...

‘স্বাদ বিনষ্টকারী (মৃত্যু)-র কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।’ [নাসায়ী: হাদীস নং- ১৯৫০]

নবীজী ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেন—

كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ..

'তুমি দুনিয়াতে থাকো প্রবাসী অথবা পথিকের মত।' [বুখারী: হাদীস নং- ৬৪১৬]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه বলতেন, 'যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হও, তখন প্রভাতের আশা কোরো না; আর যখন প্রভাতে উপনীত হও, তখন সন্ধ্যার প্রতীক্ষা কোরো না। তোমার অসুস্থতার সঞ্চয় সুস্থতা থেকে এবং মৃত্যুর সঞ্চয় জীবন থেকে সংগ্রহ করো।' [প্রাগুক্ত]

প্রশ্ন

মৃত্যুর প্রতি অনীহা কি আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাতের অনীহার সমার্থক?

আয়েশা رضي الله عنها এই প্রশ্নটি আমাদের নবীর সামনে রেখেছিলেন।

আয়েশা বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, এর মানে কি মৃত্যুর প্রতি অনীহা? আমরা সবাই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তখন নবীজী বললেন, বিষয়টি এমন নয়। মুমিনকে যখন আল্লাহর রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন; আর কাফেরকে যখন আল্লাহর আযাব ও তাঁর ক্রোধের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ করেন। [মুসলিম: হাদীস নং-৬৪১৬]

বাস্তবতা

বেশিরভাগ মানুষই মৃত্যু সংগঠিত হওয়ার কথা স্বীকার করে; কিন্তু খুব মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মৃত্যুর প্রস্তুতি

মৃত্যু আসার আগেই বান্দার উচিত তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নিঃসন্দেহে মৃত্যু আমাদের সবার কাছেই আসবে। ছোট-বড় সবার উপর মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়বে। মৃত্যু কোন বান্দাকে সময় দেয় না; গোছগাছ করার জন্য কোন প্রকার সুযোগও দেয় না।

- বান্দা কীভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে?
- মৃত্যুর পর উপকার করতে পারে, এমন আমল কী কী?

মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সংশোধনের পথ হচ্ছে তওবা ও নেক আমল।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ . وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

'আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে দান করো তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে অল্প সময়ের জন্য অবকাশ দিলে না কেন, তা হলে আমি সদকা করতাম এবং আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। যখন কারও নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা কী আমল কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।' [আল-মুনাফিকূন: ১০-১১]

নবী ﷺ বলেছেন–

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

‘পাঁচটি অবস্থার আগে অপর পাঁচটি অবস্থার মূল্যায়ন করো– বার্ধক্যের আগে যৌবনের; অসুস্থতার আগে সুস্থতার; দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতার; ব্যস্ততার আগে অবসরের এবং মৃত্যুর আগে জীবনের।’ [হাকেম: হাদীস নং- ৭৮৪৬]

মৃত্যুর পর উপকার দেয়, এমন কিছু আমল

সন্তনাদিকে নেককার রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা, যাতে তারা পরিবারের জন্য দোআ করে। শরীয়তের উপকারী ইলম অর্জন ও তা প্রচারের সাধনা। আর সাদকায়ে জারিয়া।

এই তিনটি ফযীলতপূর্ণ কাজ নবী ﷺ একটি হাদীসে একসাথে বয়ান করেছেন–

إذا ماتَ الإنْسانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثلاث صَدَقَةٍ جارِيَةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو لهُ.

যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি বাদে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। সেই তিনটি হল সদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম এবং নেককার সন্তান, যে পিতার জন্য দোআ করে। [মুসলিম: হাদীস নং- ৪৩১০]

কিছু সদকায়ে জারিয়া আছে, যেগুলো মৃত্যুর পরও মুসলমানের সাথে যোগ হতে থাকে। যেমন, হাদীসে এসেছে–

মুমিনের যেসব নেক আমল মৃত্যুর পরও তার আমলনামায় যোগ হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইলম, যা কেউ শিক্ষা করে এবং প্রচার করে; নেককার সন্তান, যাকে দুনিয়াতে রেখে যায়; কুরআনুল কারীম, যা উত্তারাধিকার সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যায়; মসজিদ, যা নির্মাণ করে যায়; মুসাফিরখানা, যা তৈরি করে যায়; খাল, যা খনন করে যায় অথবা সাদকায়ে জারিয়া, যা জীবন থাকতে সুস্থ অবস্থায় নিজের মাল থেকে আলাদা করে রেখে যায়। মানুষের মৃত্যুর পরও এগুলো তার আমলনামায় যোগ হতে থাকে।

ওসিয়ত লিখন

মৃত্যুর প্রস্তুতির একটি কাজ হল ওসিয়ত লিখে রাখা। মালের কিছু সাদকা করার ব্যাপারে ওসিয়ত করা সুন্নত। কোন কোন সাহাবী যাবতীয় সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করে গেছেন; কেউ করে গেছেন এক চতুর্থাংশ। যেমন, নবী ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ ، عِندَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ তোমাদের উপর সাদকা করেছেন, তোমাদের আমল বৃদ্ধি করার জন্য।' [ইবনে মাজাহ: হাদীস নং- ২৭০৯]

নবীজী ﷺ আরও বলেছেন–

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ...

'যে মুসলমানের কোন বিষয়ে ওসিয়ত করার ইচ্ছা আছে, ওসিয়ত না লিখে তার দুই রাত অতিবাহিত করার অধিকার নেই।' [মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৩৮]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, 'যখন একথা আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তখন থেকে এমন কোন রাত অতিবাহিত হয়নি, যখন আমার ওসিয়ত আমার কাছে লিখিত ছিল না।' [মুসলিম: হাদীস নং- ৪২৯৪]

রূহের সাথে মৃত্যুর সম্পর্ক

দেহে অবস্থানকারী রূহের হাকীকত নিয়ে মানবসমাজে অনেক মতবিরোধ আছে। এটি অতিসূক্ষ্ম একটি প্রাণী, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে গোলাপফুলের মধ্যে পানি এবং জলপাইয়ের মধ্যে তেল বিচরণ করার মত বিচরণ করে। রূহের মাধ্যমেই দেহ জীবিত থাকে। রূহ ও শ্বাস একই বস্তু। এর অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে দেহ। যখন দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন দেহ থেকে প্রাণও চলে যায়।

রূহ মাখলুক। তবে দেহের মৃত্যুর কারণে রূহ মৃত্যুবরণ করে না; রূহের দেহ ত্যাগ এবং দেহ থেকে রূহের বের হয়ে যাওয়াই মৃত্যু। তবে রূহ নিঃশেষ হয় না; বরং দেহ ধ্বংস হওয়ার পরও তা অবশিষ্ট থেকে যায়। এই রূহ হয়তো জান্নাতে অথবা জাহান্নামে স্থান পায়।

হাকীকত

যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ ﷻ তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহ ﷻ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

ঊর্ধ্ব জগতে...

একদিন নবীজী ﷺ এক জানাযার সঙ্গে বের হলেন। কবরস্থানে গিয়ে কবরের পাশে বসলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আশপাশে আছেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় চাও।...

অতঃপর বললেন, যখন কোনো মুমিন বান্দা দুনিয়া পরিত্যাগ এবং আখেরাতে প্রবেশের মুখোমুখি হয়, তখন তার কাছে শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন। তাঁদের চেহারাগুলো যেন আলোকিত সূর্য। তাঁদের কাছে জান্নাতের কাপড়সমূহ থেকে একটি কাপড় এবং জান্নাতী সুগন্ধি থাকে। তাঁরা ওই লোকের দৃষ্টিসীমার প্রান্তে অবস্থান করেন। এরপর মালাকুল মউত আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আসো আল্লাহ ﷻ-র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে', তখন তার রূহ বের হয়ে আসে, মশক থেকে যেভাবে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও ওই ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মউতের হাতে থাকতে দেন না; বরং তারা নিজেরা তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ওই কাপড় ও সুগন্ধির ভিতর রাখেন। ফলে তার থেকে দুনিয়ার বুকে প্রাপ্ত সমস্ত সুগন্ধির চেয়ে উত্তম মেশকের সুগন্ধ বের হতে থাকে।

তারপর ফেরেশতাগণ তাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাদের কোনো দলের নিকট পৌঁছেন, তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, এই পবিত্র রূহ কে? তখন দুনিয়াতে লোকজন তাকে যেসব নামে ডাকত, সেগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তম নামটি উল্লেখ করে ফেরেশতাগণ বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে তাঁরা প্রথম

আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এরপর তারা আসমানের দরজা খুলতে বলেন, অমনি তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানান। এভাবে তাকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আল্লাহ ﷻ বলেন, তোমরা আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখে দাও এবং তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনেই তাদেরকে ফিরিয়ে দিব। তারপর জমিন থেকে আবার তাদেরকে বের করে আনব।

- তখন তার রূহ আবার তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয়, আমার রব আল্লাহ। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে উত্তরে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তারা তাকে আবারও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এসব কীভাবে জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি; তার উপর ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং, তার জন্য একটি জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে একটি জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

তখন তার দিকে জান্নাতের হাওয়া ও সুগন্ধ আসতে থাকে। তার জন্য কবর তার দৃষ্টিসীমার দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। তারপর তার কাছে সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী সুগন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে সন্তুষ্ট করবে- এমন সুসংবাদ গ্রহণ করো। এ হচ্ছে সেই দিন, যে দিনের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হয়েছিল। তখন সে ওই লোককে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তোমার চেহারা তো এমন, যে চেহারা কল্যাণ বয়ে আনে। তখন সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহ ﷻ-র

আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে গতিময় এবং আল্লাহ ﷻ-র না-ফরমানির ক্ষেত্রে ছিলে মন্থর। আল্লাহ ﷻ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হাঁ; লোকটি বলে, আমি তোমার নেক আমল।

- তার নেক আমল কী?

তার নেক আমল হচ্ছে সালাত-সওম, মা-বাবার সেবা ও সাদকা, তার ক্রন্দন ও খোদাভীতি, হজ ও উমরা, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহপ্রেম, শেষ রাতের জাগরণ, দিনের সিয়াম, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ﷻ-র ভয়, ইলম শিক্ষা, আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় দাওয়াত, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ...।

যা হোক, মুমিন বান্দা যখন সুসংবাদ দানকারী এই উজ্জ্বল চেহারা দেখে এবং চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় যে, তার কবর প্রশস্ত হয়েছে, সেখানে জান্নাতের বিছানা রয়েছে, জান্নাতের বিভিন্ন নায-নেয়ামত রয়েছে, তখন সে তার রবের কাছে আবেদন করে, 'হে আমার রব! কেয়ামত কায়েম করো, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি...

এরপর নবীজী ﷺ বললেন, আর কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন আসমান থেকে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা তার কাছে অবতরণ করেন, যাদের কাছে শক্ত চট থাকে। তাঁরা ওই ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার প্রান্তে অবস্থান করতে থাকেন। এরপর মালাকুল মউত এসে তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহ ﷻ-র ক্রোধ ও গযবের দিকে বের হয়ে আসো। তখন তার রূহ ভয়ে তার দেহের বিভিন্ন স্থানে পালাতে থাকে; কিন্তু মালাকুল মউত তাকে টেনে বের করে আনেন, যেমন লোহার গরম শিক ভেজা পশম থেকে টেনে বের করা হয়। তখন আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সমস্ত ফেশেতা এবং আসমানের সমস্ত ফেরেশতা তাকে লানত করতে থাকেন।

যা হোক, মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করেন। মালাকুল মউত তাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে কোনো ধরনের বিলম্ব না করে অন্য ফেরেশতারা তাকে চটের মধ্যে জাড়িয়ে নেন। তখন তার থেকে এমন

দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা দুনিয়ার সমস্ত গলিত লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। তাকে নিয়ে ফেরেশতারা উপরে উঠতে থাকেন। তাকে নিয়ে যখনই তারা ফেরেশতাদের কোনো দলের নিকট পৌঁছেন, তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, এই নিকৃষ্ট রূহ কে?

তখন দুনিয়াতে তাকে লোকজন যেসব খারাপ নামে ডাকত, সেগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে খারাপ নামটি উল্লেখ করে ফেরেশতারা বলেন, অমুকে পুত্র অমুক। এভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলা হয়, কিন্তু তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না। এ পর্যায়ে এসে নবীজী ﷺ এই আয়াত পাঠ করেন–

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ

তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। [সূরা আরাফ : ৪০]

এরপর আল্লাহ ﷻ বলেন, এর ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখে দাও; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। ফলে তার রূহকে খুব জোরে জমিনের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা বলার পর নবীজী ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন–

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۱﴾

যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়েছে, অতঃপর পাখি তাকে ছো মেরে নিয়ে গেছে। অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছে। [সূরা হজ : ৩১]

এরপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি তো জানি না। এরপর তারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ধর্ম কী? সে বলে,

হায়! হায়! আমি তো জানি না। তারা আবার জিজ্ঞাসা করেন, এই লোকটি কে, যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে বলে, হায়! হায়! আমি তো জানি না।

ফেরেশতা দু'জন বলেন, তুমি উপলব্ধি করনি; তুমি পাঠ করনি। তখন আসমান থেকে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে বলেন, সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন তার দিকে জাহান্নামের উত্তাপ ও লু হাওয়া আসতে থাকে। আর তার কবরটি তার জন্য এতটাই সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয়ে যায় যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়।

এ সময় তার কাছে একজন অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরা পোশাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক আসে এবং বলে, তোমার অপছন্দনীয় বিষয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো। এই দিনটি সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমার সঙ্গে ওয়াদা করা হত। তুমি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে মন্থর আর আল্লাহ ﷻ-র না-ফরমানির ক্ষেত্রে ছিলে গতিময়। তখন সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তোমার চেহারা এত বিশ্রী, যা খারাপ কিছু বয়ে আনে। তখন লোকটি বলে, আমি তোমার মন্দ আমল।

হাঁ, লোকটি বলে, আমি তোমার মন্দ আমল?

- তার মন্দ আমল কী?

শিরকে লিপ্ত হওয়া, গাইরুল্লাহর নামে কসম করা, মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ানো, মদ পান করা, যিনায় লিপ্ত হওয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, গান-বাদ্য শোনা, উপদেশকারীদের মুখের উপর বড়াই করা, আল্লাহ ﷻ-র বিপক্ষে দুঃসাহস দেখানো...

তখন ওই বান্দা আফসোস করে। কিন্তু তখনকার আফসোসে কী যায়-আসে? তার অনুতাপ তীব্র হয়, কিন্তু চোখের পানি কোনো উপকারে আসে না।
- এই কান্না তখন কোথায় ছিল, যখন তুমি হারাম কাজে লিপ্ত হতে? অশ্লীল ও গর্হিত কাজে যোগ দিতে?

- কত যে তোমাকে উপদেশ করা হত লজ্জাস্থান, কান ও চোখ হেফাজত করতে! সুতরাং, আজ তুমি কাঁদ বা না কাঁদ, কিছুতেই তুমি আযাব থেকে রেহাই পাবে না।

> اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾
>
> [তাদেরকে বলা হবে] এতে [জাহান্নামে] প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। [সূরা তূর : ১৬]

এমন সময় এ বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, কবরের পর সে যা কিছুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তা আরও ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী। তখন এই বান্দা বলে, হে আমার রব! কেয়ামত কায়েম করো না।

এরপর তার জন্য নিযুক্ত করে দেওয়া হয় অন্ধ, বধির ও মূক ফেরেশতা। তার হাতে থাকে বড় হাতুড়ি। তা দিয়ে যদি কোনো পাহাড়ে একটি আঘাত করা হয়, তা হলে পাহাড় [চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে] মাটি হয়ে যাবে। এই হাতুড়ি দিয়ে ফেরেশতা তাকে আঘাত করেন। এতে সে মাটি হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ ﷻ তাকে আগের মতো বানিয়ে দেন। তখন ফেরেশতা তাকে আবার আঘাত করেন। এতে লোকটি বিকট চিৎকার করে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া সবাই শুনতে পায়। [মুসনাদে আহমাদ : ৪/২৮৮]

সম্পদ আমার কোনো কাজে আসেনি

খলীফা হারূনুর রশীদ

মৃত্যু কারও পক্ষপাতিত্ব করে না। ছোট-বড়, ধনী-গরিব কিংবা দাস-মনিবের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না।

এই যে বাদশাহ হারূনুর রশীদ। প্রায় সারা পৃথিবীরই বাদশাহ ছিলেন তিনি। সৈন্য-সামন্তের কোনো হিসাব-নিকাশ ছিল না। সর্বত্রই মোতায়েন ছিল তার সেনাবাহিনী। কখনও কখনও তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে মেঘমালার দিকে তাকিয়ে বলতেন, তুমি হিন্দুস্তানে বর্ষিত হও বা চিনে, অথবা অন্যকোনোও স্থানে, আল্লাহর কসম! তুমি যে ভূখণ্ডেই বর্ষিত হবে, সেটা আমার রাজত্বেরই অধীন।

বাদশাহ হারূনুর রশীদ একদিন শিকারে বের হলেন। হঠাৎ তাঁর সাথে বাহলুল নামের এক ব্যক্তির দেখা হল। তখন বাদশাহ বললেন, বাহলুল! আমাকে উপদেশ দিন।

বাহলুল বললেন, আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আপনার পিতা পর্যন্ত, মধ্যবর্তী আপনার পিতৃপুরুষরা কোথায়?

বাদশাহ বললেন, তাঁরা মারা গেছেন।

বাহলুল বললেন, তাদের বালাখানাগুলো কোথায়?

বাদশাহ বললেন, ওই তো ওগুলো তাদের বালাখানা।

বাহলুল বললেন, তাদের কবরসমূহ কোথায়?

বাদশাহ বললেন, এই তো এগুলো তাদের কবর।

বাহলুল বললেন, ওগুলো তাদের বালাখানা, এগুলো তাদের কবর। তা হলে বালাখানাগুলো তাদের কবরে কী উপকার করেছে?

বাদশাহ বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আপনি আমাকে আরও উপদেশ দিন।

বাহলুল তখন বললেন–

আমীরুল মুমিনীন!

أَمَّا قُصُوْرُكَ فِي الدُّنْيَا فَوَاسِعَةٌ * فَلَيْتَ قَبْرُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ يَتَّسِعُ

দুনিয়াতে তো আপনার বালাখানাসমূহ প্রশস্ত; আহ! মৃত্যুর পর আপনার কবরও যদি প্রশস্ত হত!

এই কবিতা শুনে বাদশাহ হারূনুর রশীদ কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে আরও উপদেশ দিন। বাহলুল বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন!

هَبْ اِنَّكَ مَلَكْتَ كُنُوْزَ كِسْرَى * وَعُمِّرْتَ السِّنِيْنَ فَكَانَ مَاذَا؟

أَلَيْسَ الْقَبْرُ غَايَةَ كُلِّ حَيٍّ * وَتُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ هَذَا

ধরুন, আপনি কিসরার ধনভাণ্ডারের মালিক হলেন এবং আপনাকে অনেক বছর হায়াত দেওয়া হল? কিন্তু তারপর কী হবে? প্রত্যেক জীবিতের সর্বশেষ গন্তব্য কি কবর নয়? তারপর এ সবকিছু সম্পর্কেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খলীফা হারূনুর রশীদ বললেন, হাঁ।

এরপর খলীফা হারূনুর রশীদ শিকার থেকে ফিরে এলেন। পড়ে গেলেন বিছানায়; মৃতুশয্যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল। যখন তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন, তখন উঁচু আওয়াজে সেনাপতি ও দেহরক্ষীদের বললেন, আমার সৈন্যবাহিনীগুলো একত্র করো।

হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে সিপাহিরা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হল। তাদের সংখ্যা বেশুমার। তাদের দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, হে চিরস্থায়ী রাজত্বের মালিক! তুমি ওই ব্যক্তির উপর দয়া করো, যার রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে।

এরপর তিনি বললেন, আমার জন্য একটি কবর খনন কর। তা-ই করা হল। লোকজন কবর খনন করল। তিনি কবরের দিকে তাকিয়ে বললেন–

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾

> আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে এল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। [সূরা হাক্কাহ : ২৮-২৯]

এরপর তিনি কাঁদতে থাকলেন এবং এক সময় মারা গেলেন। মৃত্যুর পর এই বাদশাহকে সংকীর্ণ কবরে দাফন করে দেওয়া হল, যিনি দুনিয়ার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর কোনো উজির, কোনো সভাসদ তাঁর সঙ্গী হয়নি। তাঁর কবরে কেউ খাবারও দেয়নি; দেওয়া হয়নি কোনো বিছানাও। তাঁর রাজত্ব, তাঁর সম্পদ কোনো উপকারে আসেনি।

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেন। মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হয়ে এলে তিনি কামরার জানালা খুলে দিতে বললেন। জানালা খুলে দেওয়া হল। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন, এক ধোপা তার দোকানে কাপড় ধুয়ে শুকানোর জন্য দেয়ালে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তখন খলীফা আবদুল মালিক কাঁদতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন- হায়! আমি যদি ধোপা হতাম! হায়! যদি আমি কাঠমিস্ত্রি হতাম! হায়! আমি যদি কুলি হতাম! যদি আমি মুমিনদের দায়িত্বশীল না হতাম!

এরপর খলীফা আবদুল মালিক মারা যান।

হাঁ, তারা এমন জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন, যেখানে খেদমত করার খাদেম নেই। সম্মান করার লোক নেই। মন্ত্রণা দেওয়ার মন্ত্রী নেই। তারা এমন বাড়িতে চলে গেছেন, যেখানে তাদের সঙ্গা দিবে তাদের আমল; তাদের সাথে তর্ক করবে তাদের আমলনামা।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

> আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না। [সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৪৬]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

কাতাদা ইবনে রিবয়ী আনসারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-র পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল। তিনি বললেন, 'মুস্তারীহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু' [সে সুখী অথবা অন্য লোকেরা তার থেকে শান্তি লাভকারী।] লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'মুস্তারীহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু' এর মর্ম কী? নবীজী বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু শান্তি প্রাপ্ত হয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫১২]

স্বীকারোক্তি

আবু মুসা ﵁

আবু মুসা ﵁-র মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে বললেন, যাও! তোমরা আমার জন্য একটি গভীর কবর খনন কর।

সন্তানরা তা-ই করল। তারপর তিনি বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! এ কবর দু'টি ঠিকানার কোনো একটি অবশ্যই হবে। হয়তো আমার কবর চতুর্দিক থেকে চল্লিশ হাত করে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আমার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্য থেকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে; আমি জান্নাতে আমার ঘর, আমার স্ত্রী এবং সেখানে আল্লাহ ﷻ আমার জন্য যে সকল নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা দেখতে থাকব। আজ আমি যেভাবে দুনিয়ায় আমার ঘর-বাড়ির রাস্তা চিনি-জানি, তার চেয়েও ভালোভাবে আমি আমার জান্নাতের বাড়ি-ঘরের রাস্তা চিনব, জানব। অতঃপর সেখানে আমার কাছে জান্নাতের খোশবু আসতে থাকবে, যতদিন না আমি পুনরুত্থিত হই।

আর যদি আমার ঘটনা দ্বিতীয়টি হয়, তা হলে আমার কবর এত বেশি সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, আমার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে একটি অপরটির মধ্যে ঢুকে যাবে; বরং তারচেয়েও বেশি আমার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমার জন্য জাহান্নামের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, আমি তা দিয়ে আমার সেই ঠিকানা দেখতে পাব, যে ঠিকানা আল্লাহ ﷻ আমার জন্য সেখানে তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে আরও দেখতে পাব

জাহান্নামের শিকল, বেড়ি, হাতকড়া ও সাপ-বিচ্ছু ভর্তি গর্ত। অতঃপর আজ আমি দুনিয়ায় যেভাবে আমার ঘর-বাড়ি চিনি, তার চেয়েও ভালোভাবে আমি আমার জাহান্নামের ঠিকানা চিনব। সেখানে আমাকে পুঁজ, রক্ত, গরম পানি ইত্যাদি খেতে দেওয়া হবে, যতদিন না আমি হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হব। এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। [আবদুল্লাহ ইবনে কাইস অনূদিত তারীখে দিমাশ্‌ক : ৩৪/৬৭, হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩২৯]

উবাদা ইবনে সামেত رضي الله عنه

উবাদা ইবনে সামেত رضي الله عنه-র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমার বিছানা বারান্দায় বের করে নাও। অতঃপর বললেন, আমার পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের ডেকে আনো।

- সকলেই জমা হল।

সকলে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি বললেন, আজকের এ দিনটি আমার জন্য দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিন। হতে পারে আমার যবান ও হাত দ্বারা তোমাদের কাউকে কোনো কষ্ট দিয়েছি। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তার বদলা গ্রহণ করা হবে। আমি তোমাদের প্রত্যেককে কসম দিয়ে বলছি, কারও অন্তরে যদি এমন কোনো বিষয় থেকে থাকে, তা হলে আমার রূহ বের হওয়ার আগেই তোমরা আমার থেকে বদলা নিয়ে নাও।

তাঁর কথা শুনে সন্তানরা বলল, না; বরং আপনি তো ছিলেন আমাদের জন্য এক স্নেহশীল পিতা। [আপনার প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নেই] আর প্রতিবেশীরা বলল, আপনি তো ছিলেন আমাদের পরম বন্ধু। [সুতরা, আপনার প্রতি আমাদের কোনো ধরনের অভিযোগ-আপত্তি নেই]। এ কথা শুনে তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা সকলে আমাকে মাফ করে দিয়েছ?

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বলল, জি, হাঁ।

এরপর তিনি তাঁর দু' হাত প্রসারিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। তারপর বললেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার

ওসিয়ত শোন এবং মনে রেখো- [আমার মৃত্যুর পর] তোমরা আমার জন্য কাঁদবে- একে আমি খুব খারাপ মনে করি। [তোমরা কেউ আমার জন্য কাঁদবে না, বরং] আমার রূহ যখন বেরিয়ে যাবে, তখন তোমরা উত্তমরূপে ওযু করো। প্রত্যেকেই মসজিদে যেয়ো। সালাত পড়ে নিজেদের জন্য এবং আমার জন্য দোয়া করো। কেননা, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾

তোমরা ধৈর্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর সালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন, তবে বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। [সূরা বাকারা : ৪৫]

অতঃপর তোমরা তাড়াতাড়ি আমাকে কবরে নিয়ে যোয়ো। [শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৭/১১৪]

উপদেশ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوْهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ.

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। [তবে এখন] তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, তা দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি করে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৭১]

গুনাহের রাজ্যে...

এক মদ্যপের ঘটনা

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, এক মদ্যপের মৃত্যুকালে আশপাশের লোকজন তার কাছে এসে জড়ো হল। তার রূহ তখন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। উপস্থিত লোকজন তাকে বলতে লাগল, হে অমুক! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়।

এ কথা শুনে তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। যবান আড়ষ্ট হয়ে এল। উপস্থিত লোকজন ও তার সাথি-সঙ্গীরা বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল, ভাই! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়। এক সময় মৃত্যুপথযাত্রী লোকটি তাদের দিকে ফিরে কালিমা পড়ার পরিবর্তে চিৎকার করে করে বলতে লাগল, 'আগে তুমি পান কর, পরে আমাকে পান করাও... আগে তুমি পান কর, পরে আমাকে পান করাও...'

সে বারবার এ কথাই বলছিল। এক সময় এ কথা বলতে বলতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নাউযুবিল্লাহ।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ط

> তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছিল, যারা তাদের পূর্বে ছিল। [সূরা সাবা : ৫৪]

আরেক মদ্যপের ঘটনা

সফদী বর্ণনা করেছেন, এক লোক মদপানে খুব বেশি অভ্যস্ত ছিল। মদ পানকারীদের সাথেই তার উঠাবসা ও চলাফেরা ছিল। সে যখন খুব

বেশি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত, তখন শুয়ে পড়ত। আবার ঘুমের মধ্যেই উঠে এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করত। সে সাধারণত একটি খোলা ছাদে ঘুমাত এবং ঘুমের সময় পায়ে রশি বেঁধে রাখত। যাতে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে কোনোদিকে গিয়ে পড়ে না যায়।

এক রাতের ঘটনা। সেদিন একটু বেশিই মদ পান করেছিল। অতঃপর প্রতিদিনের মতো সেদিনও পায়ে রশি বেঁধে শুয়ে পড়ল। তার অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে ছাদের এক কোনো পৌঁছে গেল এবং তারপরই নীচে পড়ে গেল। পায়ে রশি বাঁধা থাকার কারণে সে মাটিতে পড়ল না। বরং উল্টো পায়ে সারা রাত ছাদের সঙ্গে ঝুলে ছিল। সকাল পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে মারা গেল।

মদ্যশালা পর্যন্ত যেতে পারব!

মুহাম্মাদ ইবনে মুগীস ছিল একজন ফাসেক লোক। সে মদপানে এতটাই অভ্যস্ত ও আগ্রহী ছিল যে, মদ্যশালা থেকে বের হতেই তার মন চাইত না। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। শরীর একেবারে দুর্বল ও ভেঙ্গে পড়ল। হিম্মতহারা হয়ে পড়ল।

মৃত্যুর বিছানায় তার পাশে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার দেহে কি সামান্যতমও শক্তি অবশিষ্ট আছে?

সে বলল, হাঁ আছে। চাইলে মদ্যশালা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারব।

পাশে উপবিষ্ট তার সঙ্গী বলল, আল্লাহ ﷻ-র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি কেন এটা বললে না যে, আমি চাইলে হেঁটে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারব?!

সঙ্গীর এ কথা শুনে সে কাঁদতে শুরু করল এবং বলতে লাগল, প্রত্যেক মানুষের উপর ওই জিনিসই প্রাধান্য লাভ করে, সে যাতে অভ্যস্ত থাকে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। আমার উপরও সেই জিনিসই প্রাধান্য লাভ করেছে, আমি যাতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমি তো কখনও মসজিদে যেতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

কালিমা নসীব হল না তার!

ইবনে আবী রাওয়াদ বলেন, আমি এক ব্যক্তির সঙ্গো সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। সে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছিল। এমন সময় লোকেরা তাকে কালিমা তথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালকীন করছিল। মৃত্যুর যন্ত্রণা কালিমা ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। কালিমা পাঠ করা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। উপস্থিত লোকজন তার পাশে বসে বারবার কালিমা পাঠ করছিল এবং অনবরত তাকে কালিমার তালকীন করে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই কালিমা উচ্চারণ করতে পারছিল না। যখন তার নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন সে উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, আমি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কে অস্বীকার করি। এরপর সে ভয়ানক চিৎকার করতে লাগল এবং এক পর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ইবনে আবী রাওয়াদ বলেন, আমরা তার দাফনকার্য থেকে অবসর হয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মৃত ব্যক্তি কেমন ছিল? তারা জওয়াব দিল, সে মদপানে অভ্যস্ত ছিল।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٥﴾

হে মানুষ! নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে; এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। [সূরা ফাতির : ৫]

মৃত্যুর স্থান-কাল একটুও এদিক-সেদিক হয় না

কেউ জানে না সে কবে মারা যাবে এবং কোথায় মারা যাবে! বর্ণিত আছে, দাউদ عليه السلام-র একজন জবরদস্ত মন্ত্রী ছিলেন। দাউদ عليه السلام-র ইন্তেকালের পর তিনি সুলাইমান ইবনে দাউদ عليه السلام-র মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

একদিন সুলাইমান عليه السلام চাশতের সময় মজলিসে বসা ছিলেন। সাথে সেই মন্ত্রীও ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি সালাম দিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন। সুলাইমান عليه السلام-র সাথে কথা বলতে বলতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মন্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগলেন। এতে মন্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর মন্ত্রী সুলাইমান عليه السلام-কে জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোকটি কে, যিনি আপনার কাছে এসেছিলেন? তাঁর দৃষ্টি আমাকে সন্ত্রস্ত করেছে।

সুলাইমান عليه السلام বললেন, ইনি মালাকুল মউত। তিনি মানুষের আকৃতি ধারণ করে আমার কাছে এসে থাকেন।

মন্ত্রী এ কথা শুনে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি বাতাসকে হুকুম করুন, বাতাস যেন আমাকে দূরবর্তী কোনো দেশে, যেমন হিন্দুস্তান বা অন্য কোথাও নিয়ে রেখে আসে।

সুলাইমান عليه السلام বাতাসকে হুকুম করলেন। বাতাস হুকুম পালন করল।

পর দিন মালাকুল মউত যথারীতি সুলাইমান عليه السلام-র দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম দিলেন। সুলাইমান عليه السلام তাঁকে বললেন, গতকাল আপনি আমার এক মন্ত্রীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। আপনি তাঁর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন কেন?

মালাকুল মউত বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার কাছে এসেছিলাম চাশতের সময়; দুপুরের আগে। অথচ আল্লাহ سبحانه وتعالى আমাকে হুকুম করেছেন যোহরের পর হিন্দুস্তানে তার রূহ কব্জ করতে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম তাকে আপনার এখানে দেখে!

সুলাইমান عليه السلام বললেন, তারপর আপনি কী করলেন?

মালাকুল মউত বললেন, যেখানে তার রূহ কব্জ করতে আমাকে হুকুম করা হয়েছিল, আমি সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তার রূহ কব্জ করলাম। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ৭/৯২, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬/৬০, কিতাবুয যুহদ লি আহমাদ ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা নং ৬৪, হাদীস নং ২২২]

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। [সূরা জুমুআহ : ৮]

আবু বাকরাহ رضي الله عنه

আবু বাকরাহ رضي الله عنه যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর ছেলেরা ডাক্তার ডাকার আবেদন করেন। তিনি সেটা নাকচ করে দেন। এরপর যখন তাঁর জাঁকান্দানী শুরু হয় এবং মৃত্যুর ফেরেশতা প্রত্যক্ষ করেন, তখন বুলন্দ আওয়াজে ছেলেদেরকে ডেকে বলেন, কোথায় তোমাদের ডাক্তার? সে যদি সত্য হয়, তা হলে মালাকুল মউতকে প্রতিহত করুক।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه অসুস্থ হয়ে পড়লে উসমান رضي الله عنه তাঁকে দেখতে গেলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কোনো বিষয়ে কোনো অভিযোগ আছে?

তিনি বললেন, অন্যকোনো বিষয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই; অভিযোগ একমাত্র আমার গুনাহের।

উসমান رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আপনার ইচ্ছা কী?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বললেন, একমাত্র আল্লাহ سبحانه وتعالى-র রহমতের প্রত্যাশী।

উসমান رضي الله عنه বললেন, আমি কি আপনার জন্য ডাক্তার ডেকে পাঠাব?

তিনি বললেন, ডাক্তারই আমাকে অসুস্থ করেছেন।

উসমান رضي الله عنه বললেন, আমি কি আপনার জন্য কোনো কিছু প্রদানের হুকুম দিব?

তিনি বললেন, আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৪৯৮, তারীখে দিমাশ্‌ক : ৩৫/১২৮]

আমের ইবনে যোবায়ের

মৃত্যুশয্যায় শেষ প্রহর গুনছিলেন আমের ইবনে যোবায়ের। চারপাশে পরিবারের লোকজন কান্নাকাটি করছিল। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠনালী থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বের হচ্ছিল। ইতোমধ্যে মসজিদ থেকে মুয়াযি্যনের কণ্ঠে মাগরিবের আযান ভেসে এল। আশপাশের লোকদেরকে তিনি বললেন, আমার হাত ধরো।

তারা বললেন, কোথায় যাবেন?

তিনি বললেন, মসজিদে।

তারা বললেন, এই অবস্থায় আপনি মসজিদে যাবেন?

তিনি বললেন, হাঁ; সুবহানাল্লাহ! মুয়াযি্যনের ডাক শুনব, তারপরও তার ডাকে সাড়া দিব না? তোমরা আমার হাত ধরো।

দু'জন লোক কাঁধে ঠেস দিয়ে তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। তিনি ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করলেন। এরপর সেজদার হালাতে মারা গেলেন।

হাঁ; সেজদার হালাতে মৃত্যু নসীব হয় আমের ইবনে যোবায়েরের। যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করেন এবং মাওলার আনুগত্য করতে গিয়ে সবর অবলম্বন করেন, আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির সাথেই তার জীবনাবসান হয়।

আবদুর রহমান ইবনে আস্‌ওয়াদ

নেক আমলের সুযোগ ছুটে যায় বলে বুযুর্গানে দীন মৃত্যুর সময় আফসোস করেন। তাঁরা দীর্ঘ হায়াত আশা করেন, যাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ ও সওয়াব বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়।

আবদুর রহমান ইবনে আস্‌ওয়াদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। তিনি কাঁদতে লাগলেন। বলা হল, 'আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো

আপনিই।’ অর্থাৎ এবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত-মুজাহাদা তো যথেষ্ট করেছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কাঁদছি সালাত সওম [বন্ধ হওয়া]-র দুঃখে।

এরপর তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে মারা গেলেন।

ইয়াযীদ রাকাশী

ইয়াযীদ রাকাশীর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, ও ইয়াযীদ! তোমার মৃত্যুর পর কে তোমার জন্য সালাত পড়বে? কে তোমার জন্য সওম রাখবে? কে তোমার গুনাহের জন্য মাগফেরাত চাইবে?

এরপর তিনি কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করেন এবং এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

দোআ করি, আল্লাহ আমাদেরকে খাতেমা বিল খায়ের নবীস করুন। আমীন।

আমর ইবনুল আস ﵁

আমর ইবনুল আস ﵁ বিখ্যাত আরব মনীষাদের একজন। তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি আশ্চর্য হই ওই সমস্ত লোকের উপর, মৃত্যুর সময় যাদের হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকা সত্ত্বেও তারা মৃত্যুর হাকীকত ও প্রকৃত বাস্তবতা বর্ণনা করে না!
তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ﵁ তাঁরই সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবেদন করলেন, আব্বাজান! এবার আপনিই মৃত্যুর হাকীকত ও অবস্থা বর্ণনা করুন।

আমর ইবনুল আস ﵁ বললেন, মৃত্যুর কষ্টের যতই বর্ণনা দেওয়া হোক, মৃত্যু তার চেয়েও বহু বহু গুণ বেশি কষ্টদায়ক। এ মুহূর্তে মৃত্যুর পুরোপুরি হাকীকত বর্ণনা করা সম্ভব নয়; তবে আমি তার কষ্টের দিকে ছোট্ট একটি ইঙ্গিত করছি। এ থেকেই বুঝে নিয়ো মৃত্যুর কষ্ট

কেমন হতে পারে। আমার মনে হচ্ছে, যেন আমার গর্দানে সুবিশাল এক পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে! আমার পেটে কাঁটা ঢুকে গেছে এবং আমার শ্বাস সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে বের হচ্ছে!! [তারীখে দিমাশ্‌ক : ৪৯/১৩২, আল মুসতাদরাক লিল হাকেম : ৩/৪৫৪]

বর্ণনা শুনে তাঁর ছেলে বললেন, আব্বাজান! এটা কেমন কষ্টদায়ক কথা? কেমন কষ্টকর বিষয়? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আপনাকে তাঁর খুব কাছে রাখতেন! ভালোবাসতেন! আপনাকে বিভিন্ন পদমর্যাদা দান করেছেন! বিভিন্ন স্থানের গভর্নর বানিয়েছেন!

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, প্রিয় বেটা আমার! বাস্তবতা তখন তেমনই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-র নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আল্লাহর কসম! আমি জানতাম না এমনটা কি ভালোবাসার কারণে ছিল না শুধু মনাকর্ষণ ও তুষ্টিবিধানের লক্ষ্যে ছিল! [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১/৪৮২, তারীখে দিমাশ্‌ক : ৪৯/১৩৬]

এ সময় আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বল্প সময়ের জন্য স্বাভাবিক হলেন। তখন নিজের হাত থুতনিতে রেখে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের হুকুম দিয়েছ আর আমরা তোমার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি; ইলাহী! তুমি বিভিন্ন বিষয়ে নিষেধ করেছ আর আমরা না-ফরমানি করেছি। হে রাব্বে কারীম! আমাদের ক্ষমা করে দাও।

এরপর তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির করতে লাগলেন। এক সময় ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। [আত-ত্ববকাতুল কুবরা লি ইবনি সা'দ : ৭/৪৯৩, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/৭৫, তারীখে দিমাশ্‌ক : ৪৯/১৩৬]

উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ

উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ-র স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আবদুল মালেক বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুশয্যায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, 'আয় রাব্বে কারীম! আমার পরিবারের জন্য তুমি আমার মৃত্যুর বিষয়টি গোপন করো, কিছু সময়ের জন্য হলেও।'

যখন তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেল, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি কি এখান থেকে চলে যাব, আপনার ঘুম আসছে না? এ বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বাইরে বের হয়ে দরজার কাছে বসে পড়লাম। আমি কান লাগিয়ে শুনছিলাম, তিনি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করছিলেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۸۳﴾

এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম। [সূরা কাসাস : ৮৩]

এ আয়াতটি তিনি বারবার পাঠ করছিলেন। এক সময় তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমি দ্রুত তাঁর কাছে গেলাম। ততক্ষণে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি তাঁর চেহারাকে কিবলার দিকে পেয়েছি। তাঁর এক হাত ছিল তাঁর মুখের উপর আরেক হাত ছিল তাঁর চোখের উপর। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৫/১৪১, তারীখে দিমাশ্‌ক : ৪৮/১৬৯, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫/৩৬৯]

ইবনে আসাকির رحمه الله

ইমাম ইবনে আসাকির رحمه الله অনেক বড় আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর আসরের সালাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ওযু করলেন। শাহাদাতাইন [আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু] পাঠ করলেন। তিনি তখন বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় বলতে লাগলেন–

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا.

আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলমাকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

এরপর তিনি উপরের দিকে মাথা উঠিয়ে তাকালেন এবং 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২২/১৮৯, ত্বকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা : ৮/১৮৪]

- তাঁরা কেমন মানুষ ছিলেন! মৃত্যুকালে তাঁরা কেমন আনন্দে ডুবে থাকতেন!!

اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ﴿٣﴾

সে হয়তো কৃতজ্ঞ হবে, নয়তো অকৃতজ্ঞ হবে। [ইনসান : ৩]

উপদেশ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলবে, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। [সুরা নাহল: ৩২]

আমি তোমার প্রেমে গান গাই

আমি তখন সাউদী আরবের উত্তরাঞ্চলীয় শহর কুরিয়াত-এ ছিলাম। সেখানকার দাওয়াতী কাজ থেকে অবসর হয়ে সাকাকা শহরের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমার 'গান-বাদ্য' সম্পর্কে একটি লেকচার দেওয়ার কথা ছিল।

আমি যথাসময়ে আমার আলোচনা থেকে অবসর হওয়ার পর এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার সাথে তার ছেলেও ছিল। ছেলের বয়স এগারো বছর। ভদ্রলোক আমাকে বলতে লাগলেন, শায়খ! এ আমার ছেলে। আমার সাথেই কুরিয়াত থেকে এসেছে। আসার সময় পথিমধ্যে আমরা ভয়াবহ একটি গাড়ি দুর্ঘটনা দেখেছি। আমরা গাড়ি করে আসছিলাম। আমাদের সামনে একটি জিপ ছিল। তাতে আরোহী ছিল দুই জন যুবক। তারা খুব দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের গাড়িটি ডিগবাজি খেতে খেতে রাস্তার বাইরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। উভয় যুবকই গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ল। তাদের মালামাল এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। গায়ের জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে গেল।

সবার আগে আমিই তাদের কাছে পৌঁছি। আমি তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এ ধরনের দুর্ঘটনা এটাই আমার জীবনে প্রথম ছিল না। আমি দীর্ঘদিন যাবতই এ ধরনের দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় নিহতদের লাশ দেখে আসছি। বড় বড় ঘটনা ও দুর্ঘটনা দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

যা হোক, আমি যুবকদের দিকে ধাবিত হলাম। প্রথমেই আমার দৃষ্টি পড়ল তাদের পোশাকের দিকে। তারপর নজর গেল তাদের চুলের

কাটিং-এ। তাদের বেশ-ভূষা ও আকার-আকৃতিতে অনেকটা নিশ্চিতই অনুভব করা যাচ্ছিল- তারা কোন ধরনের মানুষ। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আল্লাহ ﷻ তাদের এবং আমাদের সকলকে মাফ করুন।

আমি তাদের দিকে মনোযোগী হলাম এবং তাদেরকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলাম। তাদের একজন জমিনের উপর উল্টো মুখে উপুর হয়ে পড়ে ছিল। চেহারা ছিল ধুলোবালি মিশ্রিত। দেহ তখনও গরম ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, সে কি জীবিত আছে না মারা গেছে। জামা ও প্যান্ট ফেড়ে গিয়েছিল। কাপড়-চোপড় ছিল রক্তে রঞ্জিত। তার আঙ্গুলের মাথা দিয়েও রক্তের ফোঁট বেয়ে পড়ছিল। আমি তাকে ধরে সোজা করলাম এবং পিঠের উপর চিৎ করে শোয়ালাম।

তার চেহারায় এতবেশি আঘাত লেগেছিল যে, চেহারা চেনার কোনো উপায় ছিল না। শুধু গোঁফের এ দিককার কিছু পশম অক্ষত ছিল। আমি তাকে আওয়াজ দিয়ে ডাকলাম। নাড়াচাড়া দিয়ে দেখলাম। কোনো ধরনের উত্তর ও সাড়া-শব্দ না পাওয়ায় বুঝলাম সে মারা গেছে।

এরপর আমি দ্বিতীয় যুবকের কাছে গেলাম। সে-ও উপুর হয়ে পড়ে ছিল। তার নীচের জমিন রক্তে ভেসে গিয়েছিল। সারা গায়ের কাপড় রক্তে লাল। ভেঙ্গে যাওয়া হাড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সবচেয়ে গুরুতর আঘাত লেগেছিল তার মাথায়। আঘাতের চোটে মাথার খুলি ফেটে গিয়েছিল। মাথার মগজ বাইরে ছিটকে পড়ে ছিল। এমন ভয়াবহ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আমার ছেলেও আমার সাথে আছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার ছেলের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চেষ্টা করলাম আমার ছেলে ও জমিনে পড়ে থাকা ক্ষতবিক্ষত লাশের মাঝামাঝি অবস্থান করতে। যাতে এমন ভয়ংকর দৃশ্য সে দেখতে না পায়।

লাশের পাশে তাদের পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, সিগারেটের প্যাকেট ইত্যাদি বস্তুসামগ্রী ইতস্তত পড়ে ছিল। তাদের এ সকল বস্তু দেখে

আমি বুঝতে পারলাম, তাদের কাছে কুরআন শরীফ, মিসওয়াক এ ধরনের কিছু থাকবে না। আমি তার মাথার পাশে ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম, সেখানে একটি ক্যাসেট পড়ে আছে। ক্যাসেট ও তার মাথার মাঝখানে ব্যবধান ছিল মাত্র এক বিঘত। আমি ঝুঁকে ক্যাসেটের নাম পড়ার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, তার মগজের কিছু অংশ ছিটকে এসে ক্যাসেটের উপর পড়ে আছে। যার কারণে ক্যাসেটের গায়ে লেখা নাম পড়া যাচ্ছে না। আমি সাহস করে ঝুঁকে মাটি থেকে ক্যাসেটটা উঠালাম। পাথরের একটি টুকরো নিয়ে তা দিয়ে ক্যাসেটের উপর থেকে পড়ে থাকা মগজ সরালাম। অতঃপর বুঝতে পারলাম এটি একটি গানের ক্যাসেট। ক্যাসেটের গায়ে লেখা- 'আমি তোমার প্রেমে গান গাই'।

আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম। লক্ষ করলাম ক্যাসেটের ফিতা নীচের দিকে ঝুলে আছে। অনুভব করলাম ফিতা কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে আছে। মাটির দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ফিতাটা কীসের সাথে লেগে আছে। হঠাৎ লক্ষ করলাম, গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারটিও মাটিতে পড়ে আছে। এ থেকে বুঝতে পারলাম, দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, দুর্ঘটনার কারণে গাড়ির ক্যাসেট প্লেয়ারটিও খুলে ছিটকে পড়েছে। প্লেয়ারটি আপন জায়গা থেকে খুলে এসে যুবকের মাথার একেবারে কাছে পড়ে রয়েছে। তার মগজের কিছু অংশ ক্যাসেটের সেই অংশের উপর পড়ে আছে, যেখানে লেখা রয়েছে - 'আমি তোমার প্রেমে গান গাই।'

আমি এমন বিস্ময়কর ঘটনা দেখে শিউরে উঠলাম; আমার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল। না জানি এ মৃত যুবক কার স্মরণে এই ক্যাসেট শুনছিল? হায়! যদি আমরা সকলেই এই নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছ ও মূল্যহীন জিনিসের প্রেমে মাতোয়ারা হওয়ার পরিবর্তে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেমে নিমজ্জিত হতাম, যিনি এ জগত-সংসার ও এর মধ্যকার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন! আমাদের প্রত্যেককেই তো হাশরের ময়দানে সেই অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হবে!

ইতিমধ্যেই অনেক লোক আমাদের আশপাশে জমা হতে লাগল। আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী গাড়িগুলো আমাদের পাশে এসে জমে যেতে লাগল। সবাই অত্যন্ত দুঃখিত ও পেরেশান অবস্থায় সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা-পরবর্তী দৃশ্য দেখছিল। এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ল। ডাক্তার দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে তাদের দেহ পরীক্ষা করলেন এবং উভয়কেই সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবার আমি নিশ্চিত হলাম, তাদের উভয়ের রূহই আকাশের দিকে উড়ে গেছে।

কিন্তু জানতে পারলাম না, আকাশের দরজা তাদের জন্য খোলা হবে কি না! তাদেরকে ফুল আর খোশবু দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে কি না! না তাদেরকে নীচে জমিনের উপর নিক্ষেপ করা হবে।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ও তার সাথি-সঙ্গীরা যুবকদ্বয়ের লাশ গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অতঃপর এক সময় এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রগুলো গোছাতে লাগলাম। তাদের ব্যাগ, মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, ক্যামেরা ইত্যাদি সবকিছু আমার ব্যাগে ভরে নিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ একটি মুখবন্ধ খাম পেলাম। খামটি জমিনের উপর ছিটকে পড়ার কারণে এক দিকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। খামের উপর লেখা ছিল- 'এটি আবু মুহাম্মাদের জন্য'। এরপর আরও একটি লাইন লেখা ছিল, আমি সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না।

আমি খামটি ঝেড়ে-মুছে দেখলাম তাতে অনেকগুলো ছবি রয়েছে। ছবিগুলো বের করে দেখলাম সেখানে উলঙ্গা নারীদের পঞ্চাশেরও অধিক ছবি রয়েছে। আমি ছবিগুলো সাথে সাথে গোপন করে ফেললাম। যাতে এর কারণে যুবকদ্বয়ের মানহানী না হয়। আমার চোখ দু'টো ভিজে এল। অশ্রু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলাম। মনে মনে বললাম, হায়! এ হচ্ছে দুনিয়ার গুটি কয়েক মানুষের সামনে তাদের লাঞ্ছনা। কে জানে কী অবস্থা হবে তাদের কাল কেয়ামতের ময়দানে, যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ উপস্থিত থাকবে! যেদিন একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ﷻ-র; যেদিন মীযান -মাপের পাল্লা- দাঁড় করানো হবে; চরম আতঙ্ক ও

ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করবে; মানুষের অন্তরাত্মা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে; প্রতিটি মানুষের সারা জীবনের সমস্ত আমল, ভালো-মন্দ, প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে সকলের সামনে ভেসে উঠবে! হে আল্লাহ! আপনার দরবারে ফরিয়াদ, সেদিন আমাদের সকলের দোষত্রুটি আপনার রহমতের পর্দা দিয়ে গোপন করে রাখবেন। আমীন।

আহ! ওই দুই যুবকের কী এমন ক্ষতি হত, যদি তারা আল্লাহ ﷻ-র ইতাআত ও আনুগত্য করত! সারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত! আবশ্যক বিধানগুলো পালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করত! আল্লাহ ﷻ যে সকল মন্দ কথা-কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকত! তা হলে তাদের এমন কী ক্ষতি হয়ে যেত! তাতে তো তেমন কোনো ক্ষতি বা কষ্টই ছিল না।

আল্লাহ ﷻ-র আদেশ-নিষেধের ফিরিস্তি তো সংক্ষিপ্তই। মানুষ যদি আল্লাহ ﷻ-র সেই আদেশ-নিষেধগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-র তরীকা মোতাবেক পালন করে, তা হলে তাতে এমন কী ক্ষতি?! বান্দার এমন কী ক্ষতি, যদি সে আল্লাহ ﷻ-র ইতাআত-আনুগত্য করে, যার কারণে আল্লাহ ﷻ তাকে চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম-আয়েশের ঠিকানা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন?!

সমাপ্ত
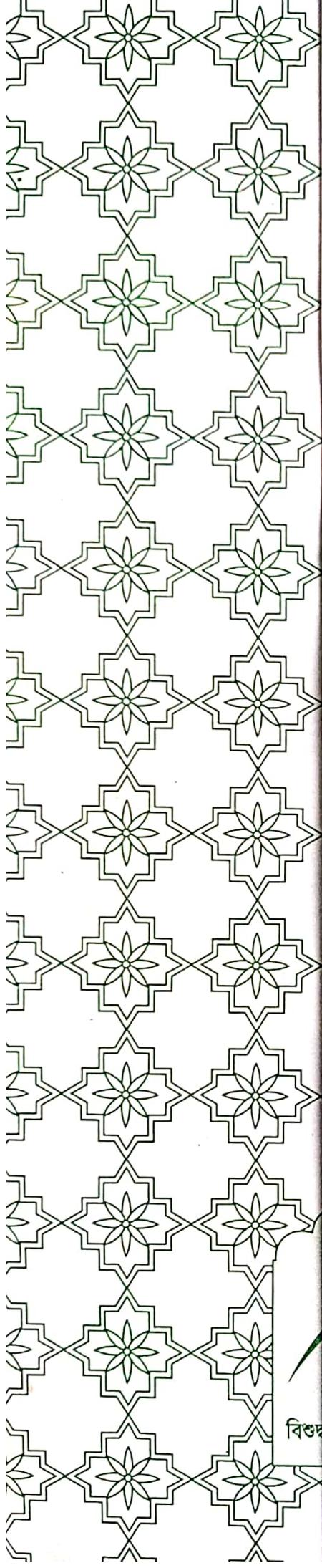
লেখক পরিচিতি

বর্তমান আরব জাহানের বিশিষ্ট দাঈ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। খুব কম বয়সেই তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও তিনি এখন এক নামে পরিচিত।

ডক্টর আরিফীর জন্ম ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। বংশ পরিচয়ে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র উত্তরসূরী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন দাম্মামে। এরপর সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন এবং রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল– The Views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah on Sufism – a Compilation and Study.

মুহাম্মাদ আরিফীর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ, শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ ও ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহ.-এর কাছে। ইবনে বায রহ.-এর সোহবতে তিনি প্রায় পনেরো/ষোলো বছর থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ডক্টর আরিফী জীবনের মূল কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এই লক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে থাকেন। এরপরও তিনি রাজধানী রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদের খতীব। শুক্রবার জুমার সময় তাঁর মসজিদে তিল ধারণের ঠাঁয় থাকে না।

ডক্টর আরিফী দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামী অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। এসূত্রে রাবেতা আলমে ইসলামী ও বিশ্ব মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফী একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতার কয়েক ডজন অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞ আলেম প্রায় বিশ/পঁচিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিক্রির বেলায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে বক্ষমাণ পুস্তকটি তাঁর অন্যান্য বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। দুনিয়ার অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে এই বইটি।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

رِحْلَةٌ إِلَى السَّمَاءِ

باللغة البنغالية

এখনই ফিরে এসো

'...আমি গাড়িতে করে মক্কায় যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনা ঘটল। আমি আমার গাড়ি থামিয়ে দ্রুত দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িটির কাছে গেলাম। উঁকি দিয়ে ভিতরে দেখলাম। আমার হার্টবিট দ্রুত বাড়তে থাকল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। ভিতরের দৃশ্য ভয়াবহ। গাড়ির ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ের সাথে লেগে আছে। শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে আছে। তার চেহারা ছিল আলোকদীপ্ত। যেন এক টুকরো পূর্ণিমার চাঁদ। ছোট্ট মেয়েটি তার পিঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। দু' হাতে বাবার গলা জড়িয়ে রেখেছে। বাবা-মেয়ে উভয়েই এই পৃথিবীকে 'আল বিদা' জানিয়ে ঊর্ধ্বজগতে চলে গেছে।

হঠাৎ কেউ চিৎকার করে উঠল– পিছনের সিটে নারী ও শিশু আছে!...'

এভাবেই ঊর্ধ্বজগতে চলে গেল আহমাদ ও তার ছোট্ট মেয়ে। আমরাও সবাই চলে যাব একদিন। চলে যেতেই হবে। তা হলে উল্টে দেখুন এ বইয়ের ভেতরের পাতাগুলো। জানতে পারবেন ঊর্ধ্বজগতের যাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা ও সংবাদ। হতে পারে আকস্মিক যাত্রার পূর্বেই কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন...

মনে রাখবেন, এ নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুই ধ্বংসশীল...

– মুহাম্মাদ আরিফী